স্বপ্ন-ছবি

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায়।

প্রকাশক—
লালা বিনয়কৃষ্ণ,
হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ।

৮৮নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডস্থিত
আনন্দমোহন প্রেস হইতে
শ্রীভূতনাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

[মূল্য একটাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

গোধূলি-অবকাশ

বিষয়				পৃষ্ঠা

সোনার হংস

উৎসর্গ-লিপি

বন্ধু ! আমার গোধূলি-স্বপনে অবকাশ ।
যাহাদেরে সুখে ধরেছিনু মনে বারোমাস,
স্বপ্ন-দোলায়, শিহরি'-পুলকি' গুঞ্জনে,
ভুজে-ভুজে-বাঁধা চপল প্রাণের ভুঞ্জনে,—
আজ তাহাদের আমার লেখায় অভিসার :
তোমারে দিলাম উপহার !

মোর বিপরীত : রূপান্তরের আবেশে
গলায়েছে মোরে, পরায়েছে কত-কি বেশে !
যখন-তখন তা'দের পরশ-শিহরে
যেখানে-সেখানে আমার হৃদয় বিহরে :
প্রলয়-নিশার উর্মি-বিলয় বাসনা
তা'র স্পন্দনে মিলায় আপন চেতনা !
সুর-সুন্দরী,—তরুণ আঁখির লালসে
আঁচল খসায়ে' ধরা দিয়ে' গেছে পারশে,—
সন্ধ্যা যখন অবসাদ আনি' ভুবনে
ছড়ায়ে' দিয়াছে বিজন তরুরে গোপনে,
ক্লান্ত পাখীর সাড়া তুলে'নিতে' আলসে,
হাজার শাখার শিথিল-প্রসারে, হরষে ;
ওড়া-পাখীদের মত্ত পাখার ঝাপটি
আকাশের গান যবে ধরে' লয় সাপটি' ;

মোর প্রিয়াদের সফল, বিবশ আঁখিতে
আমার মূর্তি ভাসে যবে হেসে' কাঁদিতে'
কপোত-করুণ, ধূসর পাখার পরাণে,
আবেগের রাঙা ব্যস্ত মধুর ধেয়ানে !
—আজ ধরা দিল বাহিরে, রঙের আভাসে,
হৃদয়-দোলানো আমার মুগ্ধ আকাশে,
অতি-জগতের স্বপন-ওড়ানো বাতাসে,—
ধরার স্বপন বিকল যেথায় হুতাশে !

সেদিনের বেগ কোথায় তা'দের, যেদিনে
প্রথম পরশ পেয়েচি স্বপন-পুলিনে ?
—এসেচে ক্ষণিক-বিদায়ের বেলা আঁধারি',
কালো এলোচুল ধরায়, আমায় প্রসারি',
পাণ্ডু-নয়ন, আকাশের নীল শিখরে ;
পূর্ণিমা-চাঁদ দূর-বনানীর শিয়রে
অগ্নি-আবেগ বুকে লয়ে' কবে সহসা
যেতে'-যেতে' পথে যেমন দাঁড়ায় বিবশা,
ম্লান শোকাতুর কঠোর চাহনি হানিয়া,—
বেদনায় যেন কত-কি গিয়াছে ভুলিয়া !

অনেক হয়েচে,—
আমার স্বপনে পূর্ণ তা'দের কামনার,
আদিম-বেদনা-হর্ষ-জড়িত সাধনার !
তাহারা চেয়েচে :

অধরে-অধরে আর্ত্ত কাঁদার কিশলয়
মুঞ্জরি' উঠে সন্ধ্যা-ঋতুর বন-ময় !
তোমার মনের মেঘের আগুনে অভিসার
বন্ধু ! তা'দের ;—তোমারে দিলাম উপহার ।

বান্দি
মে. ১৪ : ১৯৩০

'অনন্তমন্যদ্রুশদস্থ পাজঃ
কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভবন্তি ॥'

—ঋগ্বেদ।

'অবিদা সয্যা এ মম দুক্খং বিনোদেমি,
জদি ণিদ্দং লভামি।'

—ভাস।

'কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥'

—কালিদাস।

প্রলয়ের গান

প্রলয়ের, রুদ্রের জয়-গান গাহো :
অন্তিম সন্ধ্যার বন্দনা বাহো।
স্থষ্টির শতদল প্রলয়ের পারে
তুমুল আনন্দের নৃত্যের ধারে
উত্তান পৃথ্বীর প্রার্থনা তা'রে
উত্তাল ছন্দের ক্রন্দন বাহো,
উচ্ছ্বসি' ভাঙো সব, উদ্দাম চাহো,
প্রলয়ের, রুদ্রের জয়-গান গাহো।



স্বপ্ন-ছবি

বাতাস-'পরে লঘু যা'দের চরণ-গুলি থামে
সাগর-মেঘে, কুসুম-রেণুতে,
তা'দেরে আজ ধরিতে' চাহি গানে ;
স্বপন-মাঝে সহজ ছবি, যাহারা মৃদু নামে
ঘুমের কোলে বিলীন-বেণুতে
লভিতে' চাই তা'দেরে আহ্বানে।

উষার মতো, নিশার মতো আবর্তিয়া চলে
অন্ত-হীন সমান * যা'রা পথে
হারায়ে' যেতে' আকুল প্রতিদিন ;
প্রয়াস কিবা ? স্থিতি কোথায় ?—কোমল কথা বলে
বিরূপ + তা'রা মনের হারা-স্রোতে :
বাঁধিতে' চাই,—মলিন গীতি দীন !

পরশ যা'দের জটিল ভুলে কঠিন আসি' লাগে,
—ছায়ার লোকে বিজনে, দূরে সরি
নিজেরে মনে স্বপন-ছায়া মানি',—
গোপনে মনে করুণ তা'রা ছন্দে যেন জাগে !
—আলোরে, তা'রে আলোক নাহি ধরি !
বাতাস, তা'রে বাতাস নাহি জানি !

* সমান—সাধারণ (ঋগ্বেদ ১,১১৩,৩)
\+ বিরূপ—বিভিন্ন-মূর্তি (ঋগ্বেদ ১,১১৩,৩)

তোমরা-তা'রা ঊর্দ্ধে রহো ভুবন চোখে রাখি'
বরণ-সুখে অধীর, মধু ভাসি' ;
এসোনা কহো,—চাহিয়া আছে সবি।
শ্রান্ত মোরা মলিন রাগে ; তোদেরে ফিরে' ডাকি !
গাঁথিয়া লহো, সবারে তোলো হাসি' :
ছন্দে-ধরা আনিছে মধু কবি।

সবিতৃ

স্বর্ণ-রথে স্বর্ণ-দণ্ড অন্তরীক্ষে তুলি'
হে সবিতৃ, সুন্দর সবিতৃ,
ঊর্দ্ধ-পথে এসো, এসো অন্তর আকুলি' !
অন্ধকার অর্দ্ধ-ছিন্ন করি' এ-ধরিত্রী
কাঁপিছে ক্রন্দন-ভীত, হিম-বাষ্প-মাঝে
স্পন্দন-কাতর-বক্ষ : তুটী বাহু বাজে
নৃত্য-মাঝে স্তব্ধ সব ভুলি' ।
স্বর্ণ-বাহু তুরাশায় দাও প্রসারিয়া,
শান্ত ক'রো মুগ্ধে আবরিয়া ।

হেথা আমি বসে' আছি অরণ্যের ধারে
পাতি' মোর উৎসুক নয়ন
বায়ু-রাশি আসে ক্ষীণ-আলোক-সঞ্চারে
শীর্ণার ব্যাকুল কূলে অর্দ্ধ-অচেতন,
তরঙ্গ-বিদারে মাতি' ; কাছাকাছি গ্রাম
কোনো নাই ; শঙ্কাতুর, নির্জন বিরাম
স্ফীত-বক্ষে উন্মত্ত বিস্তারে ;
কালো পাখী উড়ে' গেল আচম্বিতে ত্রাসে
দীর্ণ-মেঘ, পাণ্ডুর আকাশে ।

কোথা তুমি, কোথা অশ্ব, কোথা তব রথ,
হে সবিতৃ, প্রদীপ্ত-আনন ?
হাহাকার জাগি' নাচে ভেদি' সুপ্ত পথ
মরমের ; রিক্ত আশা, নিষ্ফল ক্রন্দন,
রুদ্ধ ভয় মানবের আসে দলে-দলে
অসহায়, উৎকণ্ঠিত, অব্যক্ত কল্লোলে ;
এ-অরণ্য, এ-নদী-পর্বত
মিলাতেছে মূর্চ্ছা-হত বিবশ, মলিন,
নিজেদের সঙ্গীতে বিলীন।

হেথা তুমি ওঠো জাগি', ওঠো, চাহো, চাহো !
পীতকেশ উড়ুক চঞ্চল !
এখনি আসিবে উষা। জীবন-প্রবাহ
বর্ণে-বর্ণে তরঙ্গিত, কাতর, কোমল
খুলি' যা'ক্ বিদেশের স্থির অন্তঃপুরে,
যেথা তুমি হে-মধুর, দূর হ'তে দূরে !
নির্বাপিত-সমস্ত-প্রদাহ
তখন চাহিবে মৃদু, শান্ত, স্বচ্ছ, হারা,
বর্ণ-হীন, হাসি-অশ্রু-ছাড়া।

মোদেরে অমর করো নিত্য সুধা আনি',
স্বপ্ন-স্রোতে দাও, দাও ছাড়ি' !

মৃত্যু বক্ষে দৃঢ় চাপি' বারম্বার হানি',
কঠিন আঘাতে তা'র নিষ্ঠুর বিদারি'
চাহিতেছে তীব্র, লোভাতুর। হে দেবতা,
এসো নামি' : মোরা ভীত : ক'য়ো দু'টী কথা
নিঃস্ব মোরা তোমারে আহ্বানি।
তব রূপ পূর্ণ করি', দীপ্ত করি' সবে
হে অমর, দাঁড়াক্ গৌরবে !

আমারে উচ্ছ্বাসি' ভাঙি তরঙ্গের মতো
হে পবিত্র, তোমা' পরশিতে :
ফেনিল শীকর-কণা—চিন্তা, ভাব, ব্রত-
কাতর, উৎক্ষিপ্ত-পক্ষ তোমারে চুমিতে'
সিন্ধু-বক্ষে, বালু-স্তরে, তট-বনানীর
প্রস্ফুট কুসুম-পানে মর্মান্ত-অধীর
কোথা যায়, কোথা অবিরত !
উর্দ্ধ হ'তে ছায়া তব নিম্নে আসি' পড়ে
যেথা মোর ছায়া কাঁদি' মরে !

—এখনি এসেচো দেখি ! এসেচো মহান্,
প্রজ্জ্বলন্ত-কল্যাণ-নয়ন !
হে ধরিত্রী, ওঠো জাগি' পরিপূর্ণ-প্রাণ,
ছুঁড়ে' ফেলো যত্নে-গাঁথা অন্ধ আবরণ !

হে মানব, চাহো, চাহো,—দূরে জ্যোতিষ্মান্
স্থবর্ণ-বিচিত্র-রথে ; কোথা তব গান ?
কোথা পুষ্প পেলব, অম্লান ?
কোথা পশু, বিহঙ্গেরা ?—ধরো সম-তান ;—
পুণ্য রোলে সবারে আহ্বান !

দেবতা সম্মুখে মোর : শুধু ক্ষণ-কাল
বাঁধো তব সপ্তাশ্ব হরিত।
পূত চক্ষে হেরি তব দীপ্ত বাষ্প-জাল,
অনন্ত আবেগ-ভরা স্তিমিত অতীত :
সিংহ সেথা দৃপ্তরবে প্রকম্পিত করি'
গিরি-শৃঙ্গ, চাহে মত্ত চরণ সম্বরি' ;
বায়সেরা উন্মুখ, বিশাল
ঝঞ্ঝা-মেঘে আস্ফালিয়া চিরদিন চলে ;
গাভী-গণ শ্যাম শষ্প-দলে।

—মুহূর্তে উঠিয়া গেছি প্রলয়ের বুকে
সৃজনের নৃত্য-কল-তানে :
তুমুল, বিহ্বল, হারা আনন্দের সুখে
শূন্যে আমি ছুলি, ভাসি বিজড়িত প্রাণে।
উন্মুখ, উন্মুক্ত ছায়া উৎসারিয়া কাঁপে
রুদ্রবেগে তন্দ্রালব্ধ, অস্ফুট বিলাপে ;
ক্ষীণ তারা নিস্তব্ধ কৌতুকে

ধরণীর অরণ্যেরে শিথিল বন্ধনে
উত্তোলিতে' চাহে প্রতি-ক্ষণে !

হে দেবতা, আর কেন ?—রঙীন্ ছলনা
নিরানন্দ আবর্তে নৃত্যের !
সেথা হ'তে ফিরি' চাই ব্যাকুল, বিমনা
ভাষা যেথা ঘুরে' মরে এ-ক্ষত চিত্তের।
হে প্রধান, ছাড়ো রথ নিভৃত আকাশে,
মেঘের তরঙ্গ তোলো শুভ্র পথ-পাশে।
স্ফীত-চক্ষু, লুপ্ত-অশ্রু-কণা
মোরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভরে তোমা-পানে চাই ;
—মাঝখানে কতখানি নাই !

তবু, তবু করো পান ; সোম্য মধু আনি
গীত-পাত্রে উচ্ছল, ফেনিল।
মানবের হাসি-অশ্রু মোর মাঝে টানি'
তোমারে দিলাম তুলে' কুয়াশা-জটিল।
হে সবিতৃ, উষা তব দূর-স্বর্গ হ'তে
এখন দাঁড়ালো থামি' আলোকের স্রোতে
দাও তা'রে সামান্য এ-বাণী।
পরশ লাগে না হায় ! কোথা তুমি যাও ?
কোথা মোরা ?—আশীর্বাদ দাও।

স্বপ্ন-ছবি

যাও, তবে যাও এবে ; মধ্যাহ্ন-গগন
—তব তরে, তব প্রতীক্ষায়—
ধ্বনিত-কর্ম্মের-রোল, ব্যাপ্ত-শিহরণ।
দেখা দিও সব-সাথে বরণ-সন্ধ্যায়
পত্রের বিন্যাস-মাঝে, গোধূলির শিরে,
শ্যামল প্রান্তর-কোলে, তটিনী গভীরে,
লোকালয়ে কুয়াশা-মগন।
হে নবীন, হে প্রবীণ, এসো, তবে এসো,
বক্ষে তুলি' সবে ভালোবেসো।

শ্রান্ত অশ্ব মুক্ত ক'রো, রথ দিয়ো খুলে'
উন্মথিয়া দুরন্ত স্বপন ;
স্বহস্তে গুণ্ঠন টানি' ছড়াইয়া ভুলে,
মুক্তি দিয়ো ধরিত্রীরে, বিশ্রাম-স্পন্দন।
বেণু ধরি' মহারণ্যে বাজাবো চকিত,
মহাশূন্যে লয়ে' যা'বো আপনারে ভীত,
যেথা তব সুপ্তি মৃদু দুলে।
—আলোরাশি উচ্ছ্বসিত ভরিছে এখন,
হে-সবিতৃ, স্বপন-ক্রন্দন।

ঊষা

মুক্ত করি' অন্ধকার-দ্বার,
নৃত্য-তালে খুলি' বক্ষ,—মায়ার সম্ভার
বিকীরিয়া স্বর্গে-মর্ত্ত্যে আনন্দ-সঙ্গীতে,—
স্বর্ণ-রথে, স্বর্ণ-অশ্বে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে,
সদ্য-স্নাতা, আলোকের পুলক-বসনে
আসিয়াছ তুমি ঊষা ! নিপুণ বয়নে
গাঁথো আলো, গাঁথো প্রাণ, গাঁথো উন্মাদনা,
অশ্রু-প্লুত আমার চেতনা ।

স্পর্শে তব শিহরি' চঞ্চল
উড়ে' যায় নীড় ছাড়ি' বিহঙ্গের দল,
গানে-মত্ত, অনন্তের আশে ; গাভী-গুলি
বিশাল প্রান্তর-পানে বিস্তারে আকুলি' :
বিশ্ব বসুন্ধরা স্ফুট-পুষ্পে, কলোচ্ছ্বাসে
উৎসারিতে' চায় তব চরণের পাশে :
দ্রুত-স্পন্দ গতি-মাঝে মোরা সবে হারা :
আনো নব জীবনের ধারা !

হে নব্যসী, * তুমি প্রতিদিন
অন্তরীক্ষে ঊর্দ্ধপথে অক্ষয়, নবীন

* নব্যসী—চির-নূতন, চির-পুরাতন (ঋগ্বেদ)

এনেছো স্বর্গের সুধা, মর্ত্যের পিপাসা :
শুভ স্বপ্ন সকাতর বহি' অন্ধ আশা
ছুটেছে তোমার পানে, কোমল শৃঙ্খলা
চরণে-চরণে ধরি'। আজো তব চলা,—
নাহি তার শেষ কোনোদিন ! আজো তাই
মর্ত্যবাসী তোমারেই চায় !

সৃজন-প্রত্যূষ হ'তে তব
দেবতারা ছিল কত প্রতীক্ষায়-নব :
আলোক-বিজয়ী ইন্দ্র সুধা-পাত্র হাতে
অর্দ্ধপথে থেমেছিল তোমার পশ্চাতে ;
বৃহস্পতি অনুচ্চ মন্ত্রের বর্ণে কত
সেধেছিল তোমারেই, তব ধ্যানে রত ;
সবিতৃ গোপনে আলো ঢালি' তব পানে
চেয়েছিল তব নৃত্যে-গানে

অগ্নি জাগি' মর্ত্যের প্রাঙ্গণে
ফুৎকারি' জাগালো নরে : তব আরাধনে
প্রজাপতি প্রচারিল আলোকের গান,—
গুপ্ত ছিল,—মানবেরে : লভিয়া আহ্বান
দ্বিধা-কম্প্র-ত্রস্ত-পদে ব্যাকুল ঋত্বিক্
সোম-রস দিল আনি' চাহি' অনিমিখ্ :

তব দান-সঙ্গীতের অন্তঃপুরে বসি'
কেঁপেছিল অনন্ত রোদসী। *

যুগান্তর পরে হেথা আজ
চিত্র রথ, শান্ত অশ্ব করিছে বিরাজ
নয়ন-সম্মুখে : তব পুণ্য, দীপ্ত হাসি
এসেছে বহিয়া রক্ত, পুঞ্জ-মেঘ-রাশি,
বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কীর্ণ বন, স্বচ্ছ স্রোত,
স্তব্ধ লোকালয়, হিম-সিক্ত বাঁকা পথ
পূর্ণ করি' মুক্ত বাতায়নে,—বাক্য যেথা
ফিরে চুমি' মুগ্ধ নীরবতা।

—বিষাদের ছায়া-মাত্র বহি'
পশিব না মন্দিরে তোমার ; মোরে দহি'
ব্যথা কোনো ঊর্দ্ধে উঠিবে না। তাই আজি
লহ তুলে' যেথা তুমি রয়েছো বিরাজি,
সুপবিত্র সবিতৃ-মণ্ডলে, ঊষা-লোকে ;
হে সুন্দরী, তব স্নিগ্ধ, হিরণ্য আলোকে
সৃষ্টি-শতদল,—তা'রি একটী পল্লব
মোরে ক'রো নিপূর্ণ-গৌরব।

* রোদসী—দ্যুলোক-ভূলোক (ঋগ্বেদ)

স্বপ্ন-প্রিয়া

হে সুন্দরী, হে মোহিনী প্রিয়া,
ভ্রষ্ট, দীর্ণ পত্র-'পরে এসো বিকাশিয়া
সূর্যাস্তের পর-প্রান্ত-ছায়া-লোক হ'তে,
পরিপূর্ণ স্বপ্ন-চক্ষে উন্মাদনা-স্রোতে।
নির্জন তটিনী-বক্ষে নিতান্ত-একাকী,
কোথা আমি, কোথা চেয়ে' থাকি!

দূরে গ্রাম নিঃশব্দ, কাতর :
তটে রুদ্ধ ভাঙি' পড়ে তরঙ্গ মন্থর
বারম্বার সচকিত ; বিহঙ্গেরা সবে
অকস্মাৎ-স্তব্ধ-পক্ষ আলোক-উৎসবে,
অন্তহীন মহাকাশে ; ক্ষুব্ধ বসুন্ধরা
প্লুত-হৃদি, মুগ্ধ, ব্যথা-ভরা।

এসো, এসো ; প্রিয়া, ব্যর্থ আমি,
আপনার অতীতের ধ্বংস-স্তূপে নামি :
দীর্ণ-বক্ষ, রক্ত-চক্ষু, পাণ্ডুর-আনন,
বিশীর্ণ, বিস্তীর্ণ-ব্যথা, অস্থির-কম্পন!
এসো, এসো ; তব পানে অনুনয় ঠেলি
ব্যস্ত, জীর্ণ দু'টী পাখা মেলি'।

বুঝি তব বাণী ভেসে' আসে
অস্ফুট কল্লোল-মাঝে, মেঘের আকাশে।
মোর রিক্ত, লুব্ধ প্রাণ মত্ত কাঁপি' উঠে,
ঊর্দ্ধ-পানে অসহায় বিস্তারিয়া ছুটে :
অর্দ্ধ-পথে অকস্মাৎ মূর্চ্ছি' পড়ি' যায় ;
কোথা প্রিয়া, কোথা তুমি হায় !

চাহো, চাহো করুণ, কোমল !
আনো তব স্নিগ্ধ তনু, নয়ন উজ্জ্বল,
আনো তব দীপ্ত বাহু, তৃপ্ত মধু-হাসি,
প্রমত্ত আবেগ আনো, অগ্নি রাশি-রাশি :
বর্ণ-হীন নিশ্চেতন লুপ্ত অবসাদে
শক্তি-হীন শূন্য-মাঝে কাঁদে।

হেমন্তের মধ্যাহ্ন-প্রান্তর
আমি যেন নভ-প্রান্তে শিথিল, জর্জর :
ধূলি, তৃণ, তরু, পর্ণ,—সবি সংজ্ঞা-হীন,
করুণ, বিবর্ণ, হারা, অপার-বিলীন :
মেঘে তুলি' ঝঞ্ঝা-সম বধির-চীৎকারে
এসো, এসো আলোক-বিদারে।

তোলো, তোলো আবর্ত প্রখর ;
বিস্তারিয়া, আচ্ছাদিয়া উড়াও কাতর

স্বপ্ন-ছবি

তৃণ-পর্ণ-ধূলি-একাকার অন্ধকারে
শূন্যে, রন্ধ্রে, গিরি-শৃঙ্গে, অরণ্যের পারে ;
নিরাশ্রয় বক্ষ-মাঝে দোলো, তুমি দোলো,
ব্যথা মোর উন্মথিতে খোলো।

কোথা তুমি, কোথা দৃষ্টি হানি,
বাক্যহীন কতক্ষণ,—জানি, নাহি জানি!
নেমে' আসে রুদ্ধ-শ্বাস পুঞ্জ-অন্ধকার
তটিনী-কল্লোল-'পরে, অশান্ত-বিস্তার
কালো-পাখা ; সন্ধ্যা-তারা ধরণীর শিরে :
তবু একা কোথা চাহি ফিরে'!

দেবতা

স্বর্গ-বিভায় বসেছো তোমরা, যা'রা
অগ্নি জ্বালায়ে' তুফানে মাতায়ে' তোলো,—
ধীরে লয়ে' যাও,—পাহাড় কাঁপাক্ তা'রা—
স্বর্ণ কিরণে প্রসারি' ভুবন খোলো :
দেবতা-মোদের, বন্ধন-হীন ঢালো তব নব ধারা ।

চিত্র লীলায় আমরা খুলিব মন
আমাদের পানে, রথীর অশ্ব যথা ;
আমরা চলিব—ভুলিব পরাণ-পণ—
তোমাদের পানে : মোদের কুলায় তথা ।
মন হ'তে তোলো, দেহ হ'তে খোলো যত-যত বন্ধন ।

বিষাণী

অকস্মাৎ ফুকারিলে নির্জন বিষাণ,
হে বিষাণী
ছায়া-মূর্তি,—কর্মহীন অবসন্ন প্রাণ
দীর্ণ করি' তবপানে টানি',—
অন্ধকার-অরণ্যের আলোকের তীরে,
নিঃশব্দ বায়ুর স্রোত সঞ্চারিছে ধীরে
মুগ্ধ যেথা ; পরিতৃপ্ত, মন্থর-কাকলি
গিরি-নদী সুকোমল যেথা গেছে চলি' ;
পত্রের গুণ্ঠন টুটি' শিহরি'-শিহরি'
যেথা গন্ধ-কুসুমেরা উঠিছে মুঞ্জরি' ।

অকস্মাৎ কেন তব চকিত আহ্বান,
হে বিষাণী ?
অকস্মাৎ কেন বাজে শঙ্কিত সন্ধান
বিক্ষোভিয়া আকাশ-বনানী ?
অকস্মাৎ-শূন্যবক্ষ ব্যাকুল ধরণী
মূর্চ্ছাতুর, পুঞ্জ-পুঞ্জ তুলে আর্তধ্বনি ;
অকস্মাৎ-সঙ্গিহীন উন্মত্ত আকাশ
উন্মথিয়া তারকার অস্তিত্ব-বিলাস

কঠিন ভাঙিয়া পড়ে প্রলয়-কাতর ;
অকস্মাৎ-ব্যর্থ কাঁদে অরণ্য, নির্ঝর।

তরল বিশ্রাম টুটি' দুরন্ত আখ্যান,
হে বিষাণী,
বিষাণের তব, শঙ্কা-কম্প্র অভিযান
বক্ষে ভরি' মোরে দিল আনি' :
মূর্তি-হীন, স্থিতি-হীন, গলিত উচ্ছ্বাসে
অকস্মাৎ ভুলি' সব,—নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
ব্যস্ত স্বপ্নে বিস্তারিয়া পাখার ক্রন্দনে
হারাইতে' দূরত্বের স্তিমিত প্রাঙ্গণে,
যাই চলি' প্রলয়ের পারে। হে বিষাণী,
মোরে আজ পূর্ণ করো : তোমারেই জানি !

আদি-মানব

শান্ত হও ! বহ্নি আজ প্রলয়-মেঘে তীব্র দহে সাঁঝে,
শতেক-ধারা ; কঠিন-তম শৃঙ্গে ভাঙি' বজ্র যেন বাজে ।
তুফান তা'র তরঙ্গিয়া বিবশ করি' ধরায় আসি' লাগে,
নয়ন-পুরোভাগে :
সিক্ত-সুরা নয়ন কা'র ব্যথায় ভরি' আমার মনে রাজে ?

আদি-মানব ?—তুমিই বুঝি ! তপ্ত তব স্পর্শ লোকালয়ে
ভরিয়া দেয় প্রলয়েরই রুদ্র বেগে, অন্ত-হীন ভয়ে :
প্রান্ত-হ'তে-প্রান্তে যত হারায়ে'-যাওয়া মূর্চ্ছা সঞ্চারে
কাতরতার পারে :
দুঃখ-সুখ হর্ষ-ব্যথা মরিয়া যায় বিলয়-বিস্ময়ে ।

তোমার রূপ রঙের মাঝে শিহরি' সদা ধরার পানে চায়
অন্ধ ঘন পিপাসা ভরি',—মেটেনি যাহা,—আকাশ-কিনারায় ;
আদিম প্রাতে শিশিরে বসি' প্রিয়ার সাথে গোপন-যত কথা
লভিয়া ব্যাকুলতা,
স্বপন-মাঝে সরম তুলি' কেমনে সবে ভুলায়ে' লয়ে' যায় ।

আজো তুমি এসেচো দেখি ! আজো তব প্রলয়-অসীমতা ;
বিদ্যুতেরি দীপ্তি-মাঝে আজো তব মুক্ত ব্যাকুলতা ;

আজো নয়নে জাগে শঙ্কা-ভরা বাসনা-হিল্লোল,
রঙের কল্লোল ;
আজো তব চরণে লাগে শিশিরে-ঘাসে-পুলক-সজীবতা !

আজো তাই রোদন-'পরে আমার প্রেম আকাশ-পথে হানি,—
কুলায়-পথে বাতাসে ভাসে শ্রান্ত-ডানা একটী ছোটো প্রাণী !
—তুচ্ছ অতি !—দেহ আমার তুলিনু তবু রঙের প্রাঙ্গণে
অসম স্পন্দনে :
—তাহারে তোলো, তাহারে ধরো, সহায়-হীন
বাসনা মোর মানি'।

মুহূর্তের তীরে

সন্ধ্যা আজ করেছে আঘাত
তরঙ্গের প্রহারে-প্রহারে, আনন্দেরে অকস্মাৎ
উচ্ছ্বাসিয়া তুলি' তট-পর্বতের দেহে ; ধরণীর
নক্ষত্র-ক্রন্দন মত্ত, উর্দ্ধ-পানে চলেছে গম্ভীর ;
আদিম প্রণয় নগ্ন, জড়ায়েছে স্মৃতির মন্দিরে
উৎসারিত মুহূর্তের তীরে।

ক্ষান্ত করো তোমার ক্রন্দন !
আকাশ-প্রাঙ্গণ-তলে বিশ্বে নাচে অশ্রুর স্পন্দন,
আদিম অনন্ত মুগ্ধ ; গ্রহ-দল আবর্তিছে দূরে
নির্জন আগ্রহে-বেগে আগুনের দীপ্ত অন্তঃপুরে,
কক্ষ ছাড়ি' পরস্পরে বিশ্ব-মনে মিলাবার লাগি',
আঁধার-প্রহর কত জাগি' !

চক্ষে মোর তোলো দু'টী আঁখি,—
কতবার ফিরে' গেছে শঙ্কিত, কম্পিত মোরে ডাকি',
করুণ হিল্লোল শুধু রাখি'। ভুলে' যাও ব্যথা তব,
তুলে' দাও অখণ্ড তোমারে, ছুঁড়ে' ফেল মলিন নিষ্প্রভ
গৃহের বেদনা-কথা : টানো, টানো আমারে,—আমারে
একাকার-প্রলয়ের পারে।

ব্যস্ত আসে স্বপ্নের অতিথি
তরঙ্গের শিখরে-শিখরে, তন্দ্রা-ঘন মহা-ভীতি
আলু-থালু ছড়ায়ে'-ছড়ায়ে', সঞ্চারি' বিচিত্র পাখা,
চক্ষে জ্বালি' অনন্ত কাহিনী মুক্তির আবেগ-মাখা,
প্রলয়ের দ্বার-তলে ভাষা-হারা একান্ত-নিভৃতে
নিজেদেরে রুদ্র সমর্পিতে !

তুমি কোথা ভিড়াও নয়ন ?
ঝঞ্ঝা তব অঙ্গ হ'তে উড়ায়েছে মুহূর্তে বসন
আঁধার-রজনী-পানে : পদে-পদে ভ্রষ্ট আত্মা তব,
আমার আত্মার চির, নগ্ন-তম সঙ্গী করি' লবো,
সুখ-হীন, দুঃখ-হীন, মূর্তি-হীন গলিত স্বপনে
প্রলয়ের অন্তিম জীবনে।

গ্রহ-দল তুমুল আহ্বানে
স্তূপাকার ভেঙে' পড়ে প্রলয়ের মুহূর্তের টানে।
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে উন্মথিয়া চলে আত্মা মোর,
উন্মত্ত পাখীর মতো পক্ষে বহি' আকাশের ঘোর
স্ফূর্ত অবকাশে। এসো তুমি ! সৌন্দর্যের চিতা জ্বলে
বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের কোলে

ধরিত্রী

হে কঠিনা, হে মলিনা, হে সুন্দরী, প্রসন্ন ধরিত্রী !
দিবসের ক্লান্ত বোঝা লয়ে'
তীরে তব অস্তে গেল ম্লান হাস্যে বিবন্ন সাবিত্রী
ধূলার আঁধার-মাঝে, কুসুমের সৌরভে, বিস্ময়ে।
শ্রান্তি তব চক্ষে ভরি' বসে' আছো আঁচল বিছায়ে'
অরণ্যের নীল তটে, বরণের স্বপনের ছায়ে।
হে ব্যথিতা ! অন্ত-হীন অবসাদ শূন্যবক্ষে চাপি'
ছায়ার প্রহর আমি যাপি !

আকাশ-প্রাঙ্গণ-কোণে এখনো আসেনি কোনো তারা :
শুধু দীপ্ত বিদ্যুৎ চমকে
বিস্ফারিত মেঘের বরণে, অরণ্যেতে হ'তে হারা ;
শুধু শ্রান্ত পাখীদের তন্দ্রাতুর সন্ধানের ঝোঁকে
অরণ্যের অলস ক্রন্দন ঊর্দ্ধ-পানে ফুটে' উঠে ;
শুধু ঝরে'-পড়া ফুল গোধূলির ম্লান করপুটে !
বাঁশী মোর রিক্ত করি' বসে' আছি শিয়রে তোমার :
হে অশান্ত ! শুধু হাহাকার !

আজিকার শ্রান্তি-মাঝে তন্দ্রা-লোকে দিব বিসর্জন,
—হৃদয়ে জমেছে গুরু-ভার,—

হাতে-হাত-দিয়ে'-চলা ক্ষুদ্র, খণ্ড, মলিন ক্রন্দন
কাঙালের আতুর স্বপনে, খুলি' মেঘের দুয়ার
অন্তরে আসুক নামি' বর্ষা-ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ-আগুনে,
তোমার যুগান্ত-ব্যথা যেথা নিত্য দিন গুণে'-গুণে'
কাতরে ঝাপটে পাখা আপনারে লয়ে' শঙ্কা-হত,
গতি-হীন, ব্যাকুল, বিব্রত !

হে উতলা ! কোথা তব উপকূলে অন্তিম উচ্ছ্বাস
গোধূলির পরশ-সঞ্চারে ?
কোথা তব প্রণয়ের বেগে-হারা, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ঝরা-ফুলে, ঘন বনে, নদী-বক্ষে, উন্মুক্ত পাথারে ?
কোথা তব স্বপনের বক্ষ-ভাঙা, আয়ত আবেশ,—
সহস্রের স্মৃতি লয়ে' অসীমের অনন্ত নিমেষ
নির্মম ভুলের মাঝে উৎসারিয়া, আছাড়িয়া পড়ে
যেথা রুদ্র শিহরে-শিহরে ?

হে উত্তান ! অন্ধকার ঘন-কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া
তোমারে আঁকড়ি' নিতে চায় !
হে তুমুলা ! শিথিল ধমনী তব ! রক্ত উচ্ছ্বাসিয়া
দুরন্ত হৃদয়ে তব অগ্নির স্পন্দনে নাচে নাই
কই আর !—তোলো তব রুদ্রবাহু, বিথারো কবরী
আকাশের অন্ধকারে নৃত্য-তালে-তালে। হে সুন্দরী !

অকস্মাৎ জেগে' ওঠে আমাদের দোঁহার হৃদয়,
বিশ্বে আজ হ'ক্ বিনিময়।

—আবার ফুকারি বাঁশী হে বিপুলা, তোমার ইঙ্গিতে
—দু'টী হাতে জড়ায়ে' কবরী
মুখ ঢাকি'—তোমার নৃত্যের বেগে, অকূল-সঙ্গীতে,
সহস্র তারার পার্শ্বে অন্যমনে উন্মত্ত শিহরি'!
তোমার আনন্দ-স্পর্শে গ্রহ-দল বিকল, বিহ্বল
সহসা-স্খলিত-পদে নিজেদেরে মেনেছে সফল!
দু'টী তব চক্ষু হ'তে মত্ত দু'টী পাখী মর্মে পশে'
অকস্মাৎ আমারে বিবশে!

হে চঞ্চলা! নৃত্য তব ভেঙে' পড়ে অরণ্য-শ্যামলে,
হৃদয়ের স্পন্দনে-স্পন্দনে!
হে অধীরা! তব সাথে গ্রহ-দল তুমুল কল্লোলে
নেমে' আসে তপ্ত-শ্বাস, পরস্পর চুম্বনে-চুম্বনে,
ব্যস্ত এত!—আমার হৃদয়-তলে ব্যগ্র হারাবারে,
স্বপ্নের আলোকে তা'র, রূপান্তর শেষ লভিবারে।
হে ধরিত্রী! কোথা তুমি! কোথা তব ত্বরিতে আহ্বান
—ভেসে' যায় প্রলয়-আখ্যান।

বর্ষা-বিদ্যুতে

হে সুন্দরী স্বপনের ! মেঘ-লোকে রয়েচো আসীনা :
বীণা তব নগ্ন বক্ষে লীনা,
শিথিল অঙ্গুলি-ঘাতে কম্পিত গুঞ্জনে আন্‌মনে
ভরি' দেয় চারি-চোখ-তুলে'-নেওয়া আর্ত অবকাশে :
স্রস্ত কেশ-জাল তব উড়ে' পড়ে পশ্চিম গগনে
মৃদু, মুগ্ধ বাতাসের দ্বিধা-নম্র, অলস উচ্ছ্বাসে :
সপ্তর্ষির রেখা টানি' সবে
তোমার অঞ্চল-তলে সারসেরা মিলেছে গৌরবে।

আজিকার রক্ত-সন্ধ্যা শুয়ে' আছে ধরিত্রীর বুকে
আনন্দের মন্থর কৌতুকে,
তোমার আলস্য-আঁকা ! দিবসের শ্লথ অবসানে,
যে-অসংখ্য চিন্তা-গুলি, তন্দ্রাতুর ব্যস্ত প্রতীক্ষায়,
চেয়ে' র'ত,—ভুলে' গেছি অকস্মাৎ চাহি' তব পানে,
তোমার সঙ্গীতে, তব স্বপ্নে-ভোলা আঁখির মায়ায় !
ধরার প্রাঙ্গণে তুমি নামি'
ধরা দাও, নুয়ে'-পড়া কুসুমেরে লয়ে' যেথা আমি !

—ধরা দাও, অলস স্পন্দন কতক্ষণ র'বে বলো ?
কতক্ষণ ক্রন্দন-বিকল

বহি' শ্রান্ত দুঃখ, সুখ ব'সে র'ব তোমার পশ্চাতে ?
কতক্ষণ ধরার আগুন জ্বালি' নির্জনে, গোপনে
তোমার অগ্নির আশে চেয়ে' র'ব ক্ষুব্ধ দৃষ্টি-পাতে ?
নূতন আনন্দ যেথা নৃত্য-রোলে স্খলিত-চরণে
দুরন্ত স্বপনে তব ছায়,
তোমার শাশ্বতলোকে, মোরে তোলো শেষ-প্রত্যাশায় !

—ঐ দেখো, উড়ায়ে' ধেয়েছে শূন্যে ঘন অন্ধকার
—ধরিত্রীর শেষ উপহার !—
আকাশের প্রান্ত-হ'তে-প্রান্তে-মাতা ঝঞ্ঝার সঞ্চার
চরম আনন্দে, বেগে মেঘেদেরে ছড়ায়ে'-জড়ায়ে',
প্রলয়-আবেগ তুলি' জীর্ণ-পর্ণে অনন্ত-বিস্তার,
তরুণ পল্লব-গুলি ধূলি-বক্ষে বিছায়ে'-বিছায়ে',
যেন তব চরণের আশে :
সদ্য-জাগা হৃদি মোর আজিকার আবেশে হুতাশে।

সবিতার আলোক-পরশে যে-অঞ্চল অপসরি'
সঙ্কুচিতা, আনন আবরি'
ছুটেছিল মহাব্যস্ত, অন্ধকার আজি তাহা খোলে
কঠিন, প্রলয়-হাস্যে ধরিত্রীর শঙ্কিত শিয়রে :
—তব ভয় ?—তোমার আতুর বক্ষ মোর বক্ষে দোলে
সর্ব-হারা আলিঙ্গনে, মানবের মৃত্তিকার ঘরে।
বর্ষা-স্রোতে বিদ্যুৎ-বিদার
নিরুদ্দেশ গৃহ-পানে !—অগ্নি ! অগ্নি ! সব একাকার !

স্মৃতি

প্রতীক্ষা

তপোবনে শকুন্তলা

[আত্ম-গত]

—বন-জ্যোৎস্না ?—তাহার পানে চাহিয়া আছি বলে'
চতুর হাসি দোলে :
সখীরা কহে, 'জানো কি সবে, কেন সে উৎসুক ?
—হৃদয়ে কৌতুক
ভরিয়া আছে অজানিত প্রিয়তমের তরে :
নিবিড় তা'র করে
পড়িতে' বাঁধা প্রিয়-সখীর ফাটিয়া পড়ে রূপ
—মিলবে অনুরূপ।'

প্রিয়ংবদা অনসূয়ারে ডাকিয়া হাসি' কহে,—
—আমাতে স্রোত বহে।
নব-মালিকা, কেসর তরু বসন্তেরি দিনে
পেয়েছে দোঁহে চিনে।
বন-জ্যোৎস্না ?—শুধাই ফিরে' ; কুসুম-যৌবনে
পেলব বন্ধনে
পেয়েচে তা'র রসালটারে. অনেক-পল্লবে,
নীরব গৌরবে।

বন-জ্যোৎস্না পেয়েচে তা'রে, পেয়েচে স্বয়ম্বরে,
পাক্ সে চির-তরে !
মালিনী আজ বহিয়া যায় সন্ধ্যা-আলোকে :
সবার পড়ে চোখে ;
বনানী চায় আলোরে ধরি' হরিত কিসলয়ে
গহন বিস্ময়ে,
শান্ত এই-সন্ধ্যা-সম ঋষির তপোবন ;
থেমেচে গুঞ্জন।

বাঞ্ছিতেরে পেয়ে' সবাই শুভ্র হাসি' চায় :
সবাই দেখে' যায়।
আমার ব্যথা বুঝেচে তা'রা, কর্‌চে কানাকানি
সখীরা হুয়ে, জানি।
আমার ব্যথা ?—আকাশ-পথে ব্যগ্র বাহু মেলি'
সকল বাধা ঠেলি'
কাহারে চায় ধরিতে' বুকে নিঃস্ব সমর্পণে
হারায়ে' গিয়ে' মনে !

না জানি কেন বসিয়া আছি, কাহার প্রতীক্ষায়
আকুল তরুচ্ছায় ?
মনের সীমা সরিয়া যায়,—তীব্র, খর বেগ,—
যেমন রাঙা মেঘ,

যেমন নদী বিপুল, ভরা, অন্ধ উচ্ছ্বাসে
তীরেরে তা'র গ্রাসে ;
সবার মনে মিশিয়া যায় করুণ অনুনয়ে
সবার ব্যথা বয়ে'।

কোথায় চাওয়া ?—দূরের দিনে,—আসেনি যা'রা আজ
ভাঙিয়া সব কাজ,
একটী রূপে, একটী স্রোতে আসুক তা'রা নামি' :
তা'দের তরে আমি।
অধীর আমি, যাহারা নাই, যাহারা দূরে আছে
আমারে ধীরে যাচে।
তা'দের হাওয়া সবারে চুমি' আমারে বাজি' লাগে :
?ত ব্যথা জাগে !

কোথায় তা'রা ?—নব-মালিকা, আমায় তুমি কহো,
তা'দের কথা বহো।
বন-জ্যোৎস্না, তা'দের কথা ছড়াও তব ফুলে
গভীর, হারা ভুলে।
মালিনী তা'র ডুবায়ে' রাখে স্রোতের কল্লোলে,—
—অতীত কোথা দোলে !
বনের পাখী, বনের মৃগ, বলোনা ভবিষ্যত,
কোথায় আমার পথ !

হয়ত, তা'রা আস্‌বে যা'রা এখন হ'তেই কাঁদে,
স্খলিত ভয়ে বাঁধে,
হয়ত, তা'রা,—ভাব্‌তে ভয়,—আস্‌বেনা কোনো কালে :
মরণ আছে ভালে।
কোথায় তা'রা ?—বিষাদ-মাখা বেলা যে গেল পড়ে',
মূরছি' বুঝি মরে !
তবুও কহি, একটি রূপে আসুক্ তা'রা নামি' :
তাহার তরে আমি।

।'দের ছায়া পড়েচে বুঝি, যায় না কিছু বোঝা !
সাঙ্গ হ'বে খোঁজা ?
অশ্রু এবে ঘনায়ে' উঠি' নয়ন করে রোধ,
তুলেচে প্রতিশোধ !
বাসনা আজ, বেদনা আজ জড়ায়ে' নিয়ে' মোরে
টানিছে ঘন-ঘোরে।
কেমন করে' মুছ্‌বো আমি ? শান্ত কোথা আঁখি ?
তাইত কেঁদে' ডাকি।

—ভ্রমর আসে ? কানের কাছে করুক্ গুঞ্জন,
করুক্ ভত-খণ।
সখীর দলে চাহিয়া কহি, 'বাঁচিতে' দাও মোরে :
কোথায় যাবো সরে' ?'

চারদিকে আজ আঘাত লেগে' ঢেউ-'এর মতো উঠি
বুঝি বা এবে টুটি !
ললিত তবু তুল্‌চি মনে সেই-যে গান-খানি :
'আস্‌বে সে যে জানি !
ঘুম ত আজ ঘুমিয়ে' গেছে, স্বপ্ন যত, তা'রা
স্বপ্ন-মাঝে হারা।'
—আসুক্ প্রিয় : কলস-সম উজাড়ি' দিব আমি
চরণে তা'র থামি'।

ছায়া

তমসার প্রতি সীতা

— রাখো, রাখো কুসুম-চয়ন : মনোজব
দাঁড়ায়েছে অরণ্যের শেষে ; প্রিয়তম
আসে ঐ,—রুক্ষ কেশ, কুঞ্চিত ললাট,
দীপ্ত চক্ষু স্বপ্ন-হত, বিশীর্ণ কপোল,
অধর স্ফুরিত মৃদু, —উষার আলোকে
সমস্ত অরণ্য-শীধু নিতে' বক্ষে তা'র
অপূর্ব আগ্রহ-ভরে : প্রিয়ার সন্ধান
ব্যাপ্ত করি' তাহাদেরে। হে তমসা, রাখো
ফুল ; মোরে যেতে' দাও : গম্ভীর নির্ঘোষ
কানে আসি' বাজে তার ; উৎকণ্ঠ পরাণ
ধায় ছুটে' ব্যগ্র বাহু তুলে'। কেন বাধা ?
কেন তবে কঠিন নিষেধ ?—জাগরণ
তা'র, অপূর্ব জড়িমা লয়ে' নিদ্রাশেষে,
নব-কর্ম-মিলনের মাঝে খর-স্রোতে
নিঃশব্দে মিশিতে' চায়, চায় টুটিবারে।
সখী, তুমি মোরে মুক্তি দাও।

ঐ চাহে :
বিন্দু দুই অশ্রু তার' কপোলে গড়ায়ে' :

এ অরণ্যে প্রিয় শান্তিহীন। আমি যাবো।
উষা দূর অন্তরীক্ষে প্রিয়ের পশ্চাতে
খুলি' বক্ষ নৃত্য-তালে-তালে : আলো তা'র
তরু-বীথি পূর্ণ করি' কম্পন-পুলকে
চুমি'-চুমি' প্রেরণা-সঙ্গীতে নেচে' ফিরে
উন্মনা হৃদয় তুলি' ভুবনে-ভুবনে।
বক্ষ মোর জাগি' উঠে, ছুটে' চলে যায়,
কেঁদে' মরে প্রিয়ের পরশে ; সখী, কহো,
কেমনে রুধিবো তা'রে ? কেমনে ফিরাবো ?
ঘুমাবারে কহিবো কেমনে ?
—ঐ কাঁদে,
মোরে অনুমানি'। অশ্রুর স্পন্দন তা'র
মোরে ছুঁয়ে' রিক্ত ফিরে যায় : তবু চায়
আমারে,—আমারে আজ : প্রখর পিপাসা
আমি যেন, আমি যেন ব্যথা তা'র,—ব্যথা
মূর্তিমতী।—মূর্তিমতী ?—শুধু ছায়া হায় !
মেঘের বরণ-মাঝে, আলো-অন্ধকারে,
বাষ্প-বক্ষে, নদীর হিল্লোলে, পুষ্প-গন্ধে,
পত্রের মর্মরে, বায়ু-স্রোতে, চিন্তা-মাঝে,
অসম আবেগে দিন মোর যায় কেটে' :
কোথা সেই কঠিন ভূতল, পুলকিত
ফুলে-ফলে ? কোথা মূর্তি আবেগ-অধীর ?
কোথা সেই অমোঘ বন্ধন অঙ্গে-অঙ্গে ?

এই যে চুম্বন দিনু, আঁকি' ওষ্ঠাধরে
বহু-ক্ষণ ধরি',—স্তম্ভিত নিশ্বাস তা'র,—
শিয়রে বসিয়া,—কোথা তা'র তৃপ্তি কোথা।
—গিরি-শৃঙ্গে বাষ্প-মেঘ বৃথা রয় চাপি'।
—শুধু তা'র অতৃপ্ত বাসনা মোরে চেয়ে'
গুমরি' কাঁদিয়া মরে বায়ুর গুঞ্জনে
দু'টী পাণ্ডু অশ্রু-কণা লয়ে', মোরে ফিরে
কাঁদাতে', কাঁদিতে'; ব্যস্ত তা'র বাহু দু'টী
শূন্যে ঘিরি' শেষে নিস্তেজ, করুণ, ক্ষীণ—
পরুষ পাষাণে আছাড়ি' টুটিতে' চায়;
হায়, অসহায়!
প্রিয়-সখী, এসো কাছে!
জীবনের প্রবাহ উদ্দাম, অতি-স্নিগ্ধ
তোমাতে লভেছে অঙ্গ,—কল্যাণ মূরতি,—
শান্ত তা'রে করো তুমি। অদৃশ্য রহিয়া
দিয়ো তা'রে শক্তি যত, যত প্রাণ, যত
আছে বিশ্বের ভাণ্ডারে; সে যে প্রিয়তম!

আজি বহু বর্ষ পরে পরশ তাহার
বুঝি ছায়া-আবরণ ফেলিবে টুটিয়া!
শোণিত চঞ্চল কাঁপে; আবর্ত্ত প্রখর
মর্ম্ম-স্থান আলোড়িয়া তোলে ক্ষণে-ক্ষণে;

স্ফীত বক্ষ ; দীর্ঘ-শ্বাস তপ্ত, ব্যগ্র
ফিরে মাতাইয়া ; দেহ-লতা উচ্ছ্বসিত ;
অস্থির-কম্পন, যায় টুটি' তা'র পানে :
যদিও ছায়ার সবি !—তা'ও কতক্ষণ !

রাত্রি-শেষে অন্তরিক্ষে পূর্ণ করি দোঁহে
দূর হ'তে চেয়ে' চলে,—চাঁদ আর মেঘ :
মেঘ তা'র বর্ণে-বর্ণে টানে পরিবেশ
আপনি রঞ্জিত হয়ে' প্রিয়ার কিরণে :
নব প্রাতে তাহাদেরে তবু যেতে' হয়,
স্খলিত-বিষম-পদে, বিলীন জীবনে !

হেথা আছি দণ্ড দুই। জীবন-গুঞ্জন
মানবের, কাছে এসে' সাড়া নাহি পেয়ে'
ফিরে' যায় সকাতর কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ;
বিহঙ্গেরা দেহে-গাঁথা পরিপূর্ণ-প্রাণ
সঙ্গীতে ডুবায়ে' মোরে বিস্তারিছে দু'টী
পাখা আকাশের পথে ; আমারে ব্যথিয়া
মোরে চায় প্রিয়তম : আমি কত-দূরে !
এত-খানি !—তবু মোরে ছেড়ে' যেতে' হ'বে !

হে তমসা, প্রিয়-সখী, তবে মোরা যাই
দু'টী অশ্রু কোনোমতে করি' বিসর্জন।

লতা-গৃহে বন-দেবী বাসন্তীর সাথে
যখন কহিবে প্রিয়,—পল্লব লতার
আলোকে শিশিরে প্লুত,—তা'রি স্পর্শ পেয়ে'
আচম্বিতে, হয়ত, ফিরিবে ; মনে হ'বে,
নাহি পেয়ে' মাটির ধরারে মেঘ দেয়
বৃষ্টি-ধারা ; তা'রি দু'টী কণা লেগে' আছে
শ্যামল পল্লবে, বাতাসের আন্দোলনে
করিতে' চকিত হর্ষ-ভরে অকস্মাৎ ;—
মনে হ'বে সে-মুহূর্তে হয়ত, আমারে !
আজি তাই নিঙাড়ি' বেদনা মোর শত-
লক্ষ-বার, দু'টী ছায়া-অশ্রু-কণা যেন
বাজে করুণ আঘাতে, পল্লবে লতার
শেষ-বিদায়ের কালে শিশিরের জলে !

ব্যবধান

প্রমদ-বনে বাসবদত্তা

—থামো, থামো তুমি ! আঁধার-নিশার পারে
কখন্ হারায়ে' গিয়াছে ঘুমে ;
আকাশের তারা আলোকের সঞ্চারে
পুষ্প-বীথির সৌরভ লয় চুমে'।
এ-হেন সময়ে বনে
মোরে প্রয়োজন ?—কি তব পড়েচে মনে ?
সাজি ভরি' ফুল, পাতা :
মোর হাতে চাও কৌতুক-মালা গাঁথা ?
বেশ ! দেব চেটী, তোদের কুমারী-তরে :
আমি যে স্নিগ্ধা, আমি যে নিপুণা,—আমি !
এত কেন ত্বরা ?—অধরের থরোথরে
গুঞ্জরি' ক্ষীণ মোর পানে চেয়ে' সহসা গেলে যে থামি' !

'চিন্তা-শূন্যহৃদয়' আমার---নাকি ?
সত্য বচন ! কা'র নয় আজ সখী ?
বটের কোটরে নিদ্রা-বিহীন পাখী
দূরে, উৎসবে করুণ যেতেছে লখি' :
স্ফীত তা'র দু'টী ডানা,—
আঁধারের পথে ভেঙেচে কঠিন মানা।

আধেক পাপড়ি খুলে'
কুসুমেরা-ঐ অন্ধ, গিয়াছে ভুলে'।
সব অসহায় আকাশে, ধরার তলে
আপনার-কবে-উৎসব-আসে ভাবি' :
তোমার হৃদয়ে, বলো, আজ নাহি জ্বলে
দূরের পিপাসা স্বপ্ন-নিবিড়, উৎসব-সীমা প্লাবি' ?

—আর কথা নয়। কোথা তব ফুল, লতা ?
—এই-খানে থাক্ !—রাজা তোর কোন্-খানে ?
'চতুশ্‌শালায়' ?—চঞ্চল বিবশতা
আমারে ডোবায় চাপিয়া মর্মে, প্রাণে।
আমার মিনতি তোরে :
আজিকে সত্য রেখোনা গোপন করে'।
রাজার চাহনি-তলে
খোঁজার হুতাশ কোনো-কিছু নাহি ঝলে ?
ফুলের মর্মে ভ্রমর বসার মতো
কাহারো মূর্তি আপনার গানে হারা
ভাসেনি, জানোকি, নিবিড়, করুণ, স্বত ?
ব্যস্ত হয়েচো ?—আর কেন ফুল ?—এইত হয়েছে সারা

—আমি কোথা যা'বো ?—ইঙ্গুদী-তরু-তলে
আমার শয়ন বিছানো রয়েচে বেশ।

তুমি যাও সখী ; আর এবে দেরী হ'লে
মঙ্গল-হানি। উৎসব হ'ক্ শেষ।
তা'রপরে নির্জনে
এসো, এসো তুমি, যদি তব লাগে মনে।
উৎসব-আলো আসে
পুর-নারীদের মন্থর উল্লাসে ;
যেন দেহ-হীন অযুত প্রেতাত্মারা
আলোকের তলে আশ্রয় খুজে' ফিরে
অকূল আকাশে হারায়ে' পথের ধারা :
বিদায় বন্ধু। ওকে আসে, দেখ্, চম্পক-পাতা চিরে'।

—চলে' গেছে তা'রা। সঙ্গী-বিহীন পড়ি'
জড়িত, গহন ব্যথা শুধু প্রকাশিতে'
তীব্র-দহন ভাষা আমি খুজে' মরি !
প্রলয়-মগন আমার হৃদয়-টীতে
বিশ্বের কম্পন,
কেঁদে' ফিরে চায় আমারে অনুক্ষণ :
বিরহ-রিক্ত মায়া
আমার মাঝারে দোলায় আর্ত ছায়া।
গাঁথা-মালিকার পুষ্পের পাতে-পাতে
নিশ্বাস মোর লাগেনি কিছু-কি, হ'বে ?
আমার অশ্রু বাতাসের সাথে-সাথে
ওড়েনি কিছুই ?—বৃথা সান্ত্বনা ; অবোধ মুছেচে কবে !

' ধরণী আকাশে ব্যর্থ চাহিয়া রয়
রাত্রি-দিবস নিজেরে আঁকড়ি' তুলি' :
নিজেদের-গড়া কারাগার শুধু বয়
আলোকে-আঁধারে নিজেদেরে যাই' ভুলি' ;
সৌরভ-আবরণ
হাওয়ারে ভুলায় কুসুমের স্পন্দন।
নিষ্ঠুর ব্যবধান,—
কবে, কোন্-ক্ষণে, হ'বে তা'র অবসান !
—বৃথা, বৃথা কাঁদা ! মাঝ-খানে কে-যে থাকি'
আমার অশ্রু নির্মম লয় কাড়ি' !
আমি যেন আজ কুলায়-হারানো পাখী,
ধরণী-ধূলায় পক্ষ বিছাই, ভুলিবারে যদি পারি।

স্বয়ম্বর

সূর্য-লোকে সাবিত্রীর মুখ হ'ল ভার
মলিন সে-অপরাহ্ণে ; মর্ত্ত্য-সভা-মাঝে
তপতীর অনুরূপ নাহি মেলে বর
কোনোখানে ! বিষাদের ম্লানচ্ছায়া তাই
আচ্ছাদিল ধরণীর উন্মুখ চেতনা
ক্ষণে-ক্ষণে, ভয়ের কম্পিত ভাষা তা'র
উচ্ছ্বাসিয়া সমুদ্রে, পর্বতে, ক্ষুব্ধ করি'
সন্ধানের পথ ।

গহন অরণ্যে হেথা
চটুল-চরণ কৃষ্ণ-মৃগে অনুসরি'
সম্বরণ পথ হারাইয়া ঘুরে—অশ্ব
তা'র ভূমি-তলে পড়ি' ; সৈন্য-অনুচর
দূরে বৃথা অন্বেষণে,—নাহি পায় পথ ;
রিক্ত, দীর্ঘ ছায়া তা'র নির্জন বিষাদে
তা'রে আরো ভীত করে : সহসা চকিত
সম্মুখে কাহারে দেখে,—সে-কোন্ সুন্দরী,
এলাইয়া তন্দ্রা-ঘন কুটিল কবরী
সুকোমল বাম বাহু'-পরে,—চক্ষে জ্বলে
অনন্ত স্বপন,—তরু-তলে একাকিনী,

মন্থর গুঞ্জনে বসি' আছে, রক্তবাস
ডান হাতে মাঝে-মাঝে আন্দোলিত করি',
আলোকিয়া বন-স্থল।—নামালো নয়ন ;
অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যর্থ বেদনার
একান্ত স্বপন তবু না মানে বন্ধন ;
উচ্ছ্বসি' অজস্র ভাষা ;—এত-কাল পরে
মূর্তি লয়ে' আসিয়াছে নির্জন-সাধনা
নির্জন নদীর তটে : তাই সে শুধালো,
বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য তা'র লুক্কায়িত রাখি'
উৎপাটিত দুটী কিশলয়ে, সকরুণ,—
'কে তুমি সুন্দরী হেথা ?—পেলব অধরে
তোমার মধুর হাস্য নিশ্চল দাঁড়ায়ে'
আছে, আমার হৃদয়-মাঝে তব ছবি
যথা।...তোমার সৌন্দর্য লয়ে' তরু, তৃণ,
মুঞ্জরিছে সুখে ; তোমার আনন্দ লভি'
অরণ্যের পাখী গুঞ্জরিছে কল-ধ্বনি
তা'র। কোন্-স্বর্গ আছো পুণ্য করি', বলো
মোরে হে-সুন্দরী।'—সে তপতী ; নিরুত্তর।
সন্ধ্যার আলোক-মাঝে কখন্ মিলালো,
সম্বরণ নাহি জানে! কহিল আবার,
বিষাদ-প্রদোষ তা'র রুদ্ধ কণ্ঠে টানি',
'আমারে তোমার করো' ; বাড়াইল বাহু
আবিষ্ট আগ্রহে, ভয়ে বক্ষে তা'রে নিতে'

প্রাণপণ। কোথা সে-সুন্দরী কোথা! শুধু
বাহু তা'র ব্যর্থ ফিরে' বাজে বুকে! চাহে
চারি-ধারে অন্তিম প্রয়াস-ভরে; তবু
মিলিল না!
তখন সন্ধ্যার বনে বাষ্প
ঘুরে-ফিরে অন্ধকার গাঢ়-তর করি';
গীতি-হীন পাখীদের পাখার ঝাপটি
অরণ্যের ক্লান্তবক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন করে
তখন দুঃসহ মাতি': সম্বরণ একা,—
আর্ত-পদে ছুটে' যায় সম্মুখের বনে
লঙ্ঘিয়া সহস্র বাধা মনের বিকারে,
চাহে না পিছন-পানে: দীর্ঘ-শ্বাস তা'র
শঙ্কিত আশ্রয় খোঁজে আকাশের মেঘে।
তপতীর না মিলে উদ্দেশ। তবু চলে:
সর্ব-অঙ্গ তা'র ক্ষত হয়ে' গেছে, তবু
সে বিরাম নাহি; অজানিতে বারম্বার
ফুকারিয়া ডাকে, কহে, 'এসো, এসো তুমি,
এসো এ-দরিদ্র-পাশে।'—আহ্বান তাহার
নির্মম ফিরায়ে' দেয় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

অকস্মাৎ—কেন জানি—দাঁড়ালো স্তম্ভিত
নদী-তীরে বট-মূলে: আলোকের রেখা
হয়ত, দেখেছে সেথা; হয়ত পেয়েছে

তরুণ, অমিত-স্পর্শ সুর-সুন্দরীর!
আপনার পানে করুণ চাহিয়া শেষে
তাকালো বাহিরে বিহ্বল ভুলের মাঝে
বাক্যহীন ; সমস্ত অতীত তা'র খসি'-খসি'
পদ-প্রান্তে যায় গড়াগড়ি। একবার
শুধু গুঞ্জরি' উঠিল ব্যথা ; পর-ক্ষণে তা'র
লুটাইল অচেতন। নদীর কল্লোল
সে-মুহূর্তে বট-বৃক্ষে কাঁপালো নিষ্ঠুর।

সুন্দরী সহসা আবার দিয়েছে দেখা ;
শিরে তা'র হস্ত রাখি' শুধালো মধুর,
'সম্বরণ, হেথা কেন অসম্ভব-আশে ?
রাজ্য তব পড়ে' আছে দিগন্ত-বিস্তৃত,
সমুদ্রের স্ফীত ভাষা দিবস-রজনী
তা'রে পূর্ণ রাখিয়াছে।—তুমি ফিরে' যাও।'
দুর্ভর স্বপ্নের মতো পশিল সে-বাণী
সম্বরণ-কর্ণ-মূলে : বাহুর বন্ধনে
তপতীরে বুকে টানি' কানে-কানে কহে,
—বিশ্বের প্রলাপ-বাণী তা'রি মর্মে বসি'—
'মোরে কেন এত অবহেলা ? তোমা লাগি'
আজীবন সাধনা আমার। হে নিষ্ঠুরা,
আমারে ফিরায়ে' দেবে ? তোমার আলোক
আমারে নিপূর্ণ করি' লয়, লয় কাড়ি'।

আমার জীবন তোমার অঙ্গুলি-আগে :
মৃদু-মন্দ দাও দোলা, তা'রে লয়ে' খেলো
হে-সুন্দরী, মনোমত ; তবু ফিরায়ো না !'
অরণ্যের ব্যথা সে-চকিত কণ্ঠ-স্বরে
কখন মুখরা হ'ল। কহিল সুন্দরী,
'স্বর্গের প্রাঙ্গণে কেন তব অনুনয় ?
সম্বরণ, মোরে চেনো ?—আমি সে-তপতী !'
সম্বরণ আঁখি তুলি' তপতীর মুখে
কহিল অন্তিম কণ্ঠে, 'আমার হৃদয়
ঘুরিয়া ফিরিয়া যায় তোমার দুয়ারে ;
তুমি তা'রে—' ; অসম্পূর্ণ রয়ে' গেল ভাষা।
সুন্দরী কখন আপন কণ্ঠের মালা
খুলি' লয়ে' তাহারে পরালো : বন-দেবী
পদ্মের কোমল পত্রে উপহার আনি'
সম্মুখে দাঁড়ালো আসি' : উন্মত্ত-কাকলি
বিহঙ্গেরা ক্ষান্ত করি' পক্ষ-আস্ফালন
চাহিল কৌতুক-ভরে।

—আলোকের তটে
অকস্মাৎ পুলকের ঢেউ ; ভার-মুক্ত
প্রসন্ন সাবিত্রী নামালো আলোক-রথ
দূর-মর্ত্ত্য-লোকে ; শিহরিল অরণ্যানী ;
রক্তোজ্জ্বল মেঘ-লোকে দেবতারা সবে
সস্মিত কৌতুকে।—হেথা রাজ-অনুচর

প্রবেশিয়া বনে রাজারে দাঁড়ালো ঘিরি'।
সম্বরণ-তপতীর স্বয়ম্বর-সভা
স্বর্গ-মর্ত্য-আনন্দের বিজয়-ধ্বনিতে
সেদিন সন্ধ্যার কূলে হ'ল সমাপন।

বীণা-হাতে সেই-ক্ষণে তোমাদের ঘরে
শূন্য-মনে যেতেছিনু অরণ্যের পথে :
সবাই দাঁড়ালো ভিড়ি' : সুন্দর স্বপনে
সম্বরণ-তপতীর কল্যাণ-বারতা
মোরে দিল আনন্দের শুভ্র আশীর্বাদে।

তরঙ্গের তীরে

'অন্ধকার নিশিথিনী ; মলিন, বিধুর
নিঃসঙ্গ রয়েছি চেয়ে' ; দুরন্ত বাতাস
সমুদ্রে ঝাঁপায়ে' পড়ে বিদ্যুৎ-বর্ষায়
বিস্ফারিয়া তট-গিরি, তরঙ্গেরে
উন্মথিয়া তুলি' ; কেহ কোথা নাই
নির্জন হৃদয়ে তা'র মোরে তুলে' নিতে' !
খসে' গেছে নিশীথের তারা !
হে দুরন্ত
ঝঞ্ঝা প্রলয়ের, ক্ষান্ত হও ! থেমে' যাও
মাঝ-পথে ! হে চপলা, সুদূরের মেঘে
তোমার আনন ঢাকো ! হে বিপুল, রুদ্র
ঢেউ-গুলি, সমুদ্রের অকূল হৃদয়ে
ভুলে' যাও বিরোধ-সঙ্গীত ! মোর বার্তা
অলস স্বপন হ'তে প্রিয়েরে জাগায়ে'
পার্শ্বে মোর এনে' দিক্ আমারে লভিতে'
চিরতরে !'
ঝঞ্ঝার প্রহারে সে-বারতা
শিহরিল স্বপ্নের গুণ্ঠনে শ্যামবর্ণে
সচকিত করি',—জ্যোৎস্নার কামনা, ব্যথা

মেঘ-আবরণে যেন লাগে সঙ্গী-হীন
পথের তরুরে!—প্রসারিল বাহু তা'র,
সভয়ে চাহিল শ্যামবর্ণ চারিদিকে,
অমিত বিস্ময়ে হারা! ধীরে তুলি' নিল
শিরে রক্ত শিরস্ত্রাণ, রক্ত পরিচ্ছদ
জড়ালো কোমল অঙ্গে : বিদ্যুতের শোভা
ঝলকিল শ্যাম দেহে!
নিশীথের দেশ
হ'তে ভেসে' আসে বাঁশীর সঙ্গীত! ব্যথা
—তা'র বাতাসে-বাতাসে!—শ্যামবর্ণ চলে!

অকস্মাৎ উত্তরিল সমুদ্রের কূলে,
যেথা রুদ্র তরঙ্গের অসহ উচ্ছ্বাস
নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়ে পর্বত-শিখরে।
বাঁশী বাজে দ্রুত-তর! বনের সঞ্চারে,
আলুলিত তরঙ্গের বুকে, বিদ্যুতের
কাতর বিলয়ে শ্যামবর্ণ তোলে ব্যস্ত
আঁখি তা'র : দু'টী তারা নির্জন ধরায়
জানায় আগ্রহ, ব্যথা!
ঘন অন্ধকার
বাঁশীর সঙ্গীতে শিহরি' কাঁপিয়া গেল!
আঁখির সম্মুখে ধরা দিল সমুদ্রের
সুন্দরী সহসা!—শ্যামবর্ণ প্রণমিল।

সুন্দরী কহিল, 'শ্যামবর্ণ ! বাঁশী মোর
তোমারে এনেছে হেথা ; তুমি সাথে এসো।'
অধরের অস্ফুট সঞ্চারে শ্যামবর্ণ
থেমে গেল ! সুন্দরী ধরিল ফিরে',
'আমার অশান্ত ব্যথা তোমা লাগি' যত !
তুমি এসো ! ছুঁড়ে' দাও ধরার মিনতি,
ভুলে' যাও গত ইতিহাস, খুলে' ফেল
খণ্ড-খণ্ড বিকীর্ণ আবেগ ! এসো সাথে !
স্বপ্নালোকে পরস্পর-চুম্বনে-চুম্বনে,
আলিঙ্গনে, স্রস্ত কেশে, অসম স্পন্দনে
তরঙ্গের শিখরে-শিখরে মোরা দোঁহে
লভিব অনন্ত মুক্তি !'—

সুন্দরীর দেহে
শ্যামবর্ণ ধীরে তুলিল বিস্মিত আঁখি ;
সুন্দরী চাহিল ; কহিল অনুচ্চ স্বরে
কানে-কানে, 'ত্বরা করো !'

শ্যামবর্ণ তবে
খুলি' নিল শিরস্ত্রাণ, ছুঁড়ে' দিল দূরে
রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ। তরুণ আগ্রহ
স্বপ্ন তা'র ব্যাপ্ত করি' !

বাঁশীর আবেশে
সুন্দরীর ব্যাকুল ইঙ্গিত দূরে ঝলে !
শ্যামবর্ণ তা'র বায়ু-কেশ অনুসরি'
নামিল তরঙ্গে দ্রুত। সুন্দরী মিলালো,
বাঁশী তা'র ক্ষান্ত কবে ! সহসা অদূরে
একটী নির্জন পাখী তরঙ্গের শিরে
ঝাপটিছে পাখা তা'র, নির্জন কাকলি
দিগন্তেরে কাছে টানি' ! চমকিছে
প্রবাল-আলোক অশান্ত-ডানার তলে !

দু'টী ত্রস্ত, স্রস্ত আঁখি তা'র পানে মেলি'
শ্যামবর্ণ তরঙ্গেরে ঠেলে অন্ত-হীন !

কালিদাসের প্রতি

কবি ! আমারে আকুল করি' আজি তব পুণ্য, মুগ্ধ গাথা
ছন্দে-রূপে অপরূপ,—বর্ষ-বর্ষ সৌন্দর্য-সুষমা
যেথা যত করিয়া চয়ন, সদ্য-স্নিগ্ধ নিরুপমা
একটী মালিকা-রূপে,—শ্রান্ত এই-বক্ষে আছে পাতা :
স্পন্দন-নিশ্বাস লাগি' জাগি' উঠে করুণ হিল্লোল ;
ভ্রমর-গুঞ্জন-সম ভাসে পূর্ব-জনম-বেদনা ;
বিস্মৃত আবেশ আসে ; সৃষ্টি-মাঝে হৃদয় উন্মনা
বারম্বার ভুলে' যায়, ভুলে' যায় বিফল, বিহ্বল।

কোথা তুমি ?—সুরলোকে নিত্য-দীপ্ত কল্যাণের বুকে,
'প্রবহ' বাতাস যেথা মন্দাকিনী ঊর্দ্ধে ধরি' রাখে,
গ্রহ-উপগ্রহ-দলে কক্ষে-কক্ষে আবর্তিতে থাকে,—
সেথা তব জনমের স্থান ; তোমার কাহিনী সুখে
মণ্ডনের বর্ণে-বর্ণে কল্প-লতা করেছে আশ্রয়,
সুর-সুন্দরীর কণ্ঠে প্লাবি' দিতে সন্ধ্যা-মেঘ-ময়।

ইয়েট্‌স্‌-এর প্রতি

কবি ! রজনীর নিদ্রা-মাঝে স্বপ্ন-আলো ঊর্দ্ধ-পথে ধরি'
শিথিল আবেশ-বক্ষ,—নক্ষত্রের উন্মনা-ভুবনে,
আদিম সহস্র মূর্তি আশে-পাশে যেথা প্রতিক্ষণে
যুদ্ধ করে শ্রান্তি-হীন, অন্য-মনে শিহরি'-বিহরি'
সমুদ্রের সুনীল কল্লোল-ছায়ে ; ছায়া-হীন নারী
কোন্‌ দূর বাষ্পালোকে, যেথা চাহি' স্তিমিত-নয়ন
আহ্বানিছে প্রিয়তমে ; যেথা সব টুটে বিস্মরণ ;—
সেথা তুমি লয়ে' গেছ এ-কঠিন ধরা-পৃষ্ঠ ছাড়ি'।

তুমিই আনিলে মুক্তি ! মন হ'তে চিন্তা সব ফেলি'
করুণ আখ্যান তব প্রলয়ের তমোরাশি টানি'
তুমুল আনন্দে, নৃত্যে তন্দ্রা-ঘোরে মোরে দিল আনি':
অমর কল্পনা ভাসে আপনারে উচ্ছ্বসিত মেলি'।
আজি তাই মেঘ-লোকে গিরি-শৃঙ্গে অপূর্ব-আলোকে
স্তুতি দিয়ে' আঁখি খুলি চরাচর-নর-নারী-চোখে।

আপনার প্রতি

বহুরূপী ইন্দ্রধনু-বর্ণের উচ্ছ্বাসে আনমনে
দুঃসহ আবেগে ক্ষণে-ক্ষণে রূপান্তরে আপনারে :
আকাশে মেঘের পথে ঝাপটিয়া পাখীরা সঞ্চারে
ব্যস্ত পাখা, কল-গান বিস্তারিয়া বন হ'তে বনে
মেঘ-দলে অনুসরি' : অরণ্যের নৃত্যের পুলকে
উন্মত্ত, বিচিত্র পাখা উৎসারিয়া শিখীরা বিকাশে :
অসহায়, নগ্ন প্রেতাত্মারা হিম-সিক্ত, শুষ্ক ঘাসে
লক্ষ্য করি' ছায়ার প্রসার নেমে' আসে মর্ত্য-লোকে।

বিশ্বের প্রভাব লয়ে' বিংশ বর্ষ স্বপ্নের মন্দিরে
রূপ-হীন, গলিত আবেশে শঙ্কাতুর অনুনয়ে
নগ্ন-তম সুখ-দুঃখ-হর্ষ-ব্যথা-পুলক-বিস্ময়ে
কল্পনারে সাজায়েছো,—আপনার পূজারতি ধীরে।
রূপান্তর আজো তব : আজো তা'র জ্বলন্ত আহ্বান
তোমার অন্তর ভেদি' : আজো তা'র নির্জন বিষাণ !

গোধূলি-অবকাশ

গোধূলি-অবকাশ

[গান]

স্থখে শুয়ে' আছি,—   ঘুম-ঘোর
    এই-ঘুম-ঘোর   অবেলায় :
তব চুম্বন   থরথর
    কাঁপে মৃদু আঁখি-   কিনারায়।
    উত্তান পৃথ্বীর চরণে
    আকাশের তারা নামে শরণে :
পথ ও বিপথ   নাহি জানা !
    ত্রস্ত, স্থজন-দ্বিধা নয়নে,
    কবে-প্রলয়োত্থিত, বিজনে
তব সাথে আসে,—   নাহি মানা !
    মুগ্ধ অতিথি তা'রা,—স্বপনে
    তুমুল বেদনা, আশা চয়নে,
কোথা,—কতদূরে   মোরে টানা !
তব চুম্বন   আঁখি-'পর
    অগ্নি জ্বালায়ে'   শুধু যায়।
বিশ্ব চকিত   দেহ-'পর
    সন্ধ্যা-মরণ   লভে হায় !

তারার খোঁজে

সেদিন-রাতে তাহারে বুকে ধরি'
আকাশ-পানে তারার সন্ধানে
চাহিয়াছিনু জড়িত-ঘোর মনে :
কেশের রাশি জড়ালো আবরণে ;
হৃদয় হ'তে বারতা ছিল ভরি' :
মেঘের দল তারারে কোথা টানে !

আজিকে-রাতে রয়েচি একা আমি
আকাশ-পানে তারার আশে-আশে :
আকাশ হ'তে স্বপ্ন তা'র ঝরি'
ভুলায়ে' মোরে দিয়েচে ক্ষণে ভরি'
আমার হয়ে' এসেচে সবি নামি' :
মেঘেরে ছুঁড়ি' তারার দল হাসে।

স্মরণে

[গান]

তুমি আমার জীবন-আকাশ পূরণ করি'
সন্ধ্যা-মেঘে বিলয়-কাতর বরণ ধরি '
ভাসিয়া যাও স্বপন আমার হরণ করি'।
জীবন-খানি গাঁথিনু আমি প্রেমে,
জীবন-খানি ভাঙিবো থামি' প্রেমে :
লতার দোলে জীবন-যাপন স্মরণ করি।
নদীর রোলে, ছায়ার অনুনয়ে
সকল সুর ডুবিয়া যায় ভয়ে :
আকাশে চাই বিলীন তোমার চরণ ধরি'
চলিতে চাই সবার করুণ নয়ন ধরি',
বক্ষে আজি স্বপন-বিষাদ বরণ করি।

সমর্পণ

[গান]

হৃদয় আজ তোমার হাতে তুলে' ধরি :
সবার চোখে স্রোতের টানে লহো পড়ি' ।
মেঘের মতো গরজে-জলে ভারী,
তড়িৎ খেলে সকল দিকে তা'রি :
আকাশ টানে, বাতাস টানে, লয় ভরি' ।

ক্ষণেক দূরে বনের কালো দূর করি'
মিশিয়া যায় আলোক, মেঘ কোথা ঝরি' !
—টুটিয়া লও গভীর বরষণে,
মিশিতে' দাও, প্লাবিতে' মহা-খণে
হৃদয় আজ তোমার হাতে তুলে' ধরি ।

সে

জড়ায়ে' ব্যথা ছড়ায়ে' সুধা সে
এখন আসে !
মেঘের বুকে কোমল আলো শুয়ে'
কাঁপ্‌চে মৃদু পুলক-ব্যথা থুয়ে' :
চরণ তাহার অন্ধ উচ্ছ্বাসে
জাগায়ে' ঢেউ অধীর সেথা ভাসে ;
ছায়া-পথের আলোক-স্রোতে নাচে
কেশের রাশি, বক্ষ যা'রে যাচে ;
আঁচল তা'র দূরের বনে খসে ;
সহসা-বুঝি ভুবন-মাঝে পশে !

বনানী ঘিরি' নিবিড় নীরবতা :
আলোর মাঝে তুলেচে ব্যাকুলতা,
পরশ তা'র লেগেছে আজি ভুলে ;
স্বপন-আঁখি আকাশ-পানে তুলে'
ছায়া তাহার কাতর আমি ধরি ;
তারার আলো সুরভি-মাঝে পড়ি'
কাঁদিয়া চাহে গহন বনানীতে ;—
অধর তা'র অধরে মোর দিতে'
চকিতে উঠি' চাহিনু চারিভিতে :

কোথায় দ্রুত,—ব্যাকুল কোথা চলে !
হৃদয়-খানি পিয়াসে-তা'র জ্বলে !

চলেছে কোথা, লহরী-বিদারে—
ভুবন হ'তে ভুবন-পরপারে !
জলের পাখী লহরী ছাড়ি' এসে'
আকাশে বন-পাখীর সাথে মেশে :
ভাসিয়া-যাওয়া শিথিল ক্রন্দন
কুয়াশা-মাঝে মিলালো স্পন্দন :
—দূরের বনের গন্ধ-হাওয়ার মতো
মাতায়ে' তুলি', বিবশ করি' স্বত—
আকাশ, বন, সাগর হ'তে হায়,
যায় সে চ'লে',—যায় সে চলে' যায় !

বিরোধ

সে প্রাসাদ হ'তে বাহিরি' প্রাতে আজি
চরণ-ধ্বনি মরিয়া যায় বাজি' ;
নয়ন-রাঙা তুলেচে দূর-বনে,
পাহাড়ে লাগি' সাগর গরজনে
যেথায় তা'র মিনতি রাখে ভরি',
আকাশ-মেঘে ব্যথা তাহার ধরি' ;
পীড়িত কেশ পড়িছে চোখে উড়ি' ;
গন্ধ দেহে শ্বসিয়া মরে ঘুরি' ;
নিদ্রাহীন বেদনে দেহ-লতা
টুটিয়া যায় লভিয়া ব্যাকুলতা :
আকাশ কাঁদে মেঘের আবরণে ;
বর্ষা-স্রোত বহিছে প্রাঙ্গণে।

আমরা পথ ছাড়িয়া দিয়া চাহি,
আশার বুকে স্বপন-তরী বাহি' :
সে চলিয়া যায় চাহিয়া অনিমেষ ;
তুলিয়া যায় বেদনা-রাঙা বেশ।
বিরোধ যেন তাহার দেহে-মনে ;
...র দেশে নয়ন টানে ক্ষণে।

আমরা তবে নয়ন তুলি তালে
চরণ-দু'টীর ওঠা-নামার কালে ;
—সাগর-বন ধূসর, মৃদু চায় :
প্রাসাদ-দ্বারে যেমন হিম বায়
বর্ষা-মাঝে মিলায়ে' যায় ঝরি',
আমরা যাই বিরোধে, ভুলে সরি'।

বিফলের আবেদন

[রন্দো]

ক্ষণ-কাল সখী, রহো তুমি তব পথে
গহন বাতাসে, আমার মানস-স্রোতে :
বিফল হৃদয় তোমারে উর্দ্ধে চায়
হতাশ হাওয়ায় আকাশের কিনারায়।

কবরী তোমার প্রলয়-আঁধারে লুটে,
নয়নে তোমার সৃজনের মায়া ফুটে,
চরণ চকিত শিশির-পুলক-স্নেহে,
আদিম সাগর খেলিছে তোমার দেহে
ক্ষণ-কাল সখী, রহো।

তরল ঘূর্ণি হৃদয়ে জড়ায়ে' ধরে
বিরোধে, স্বপনে, আঘাতে বিলয়-তরে :
প্রয়াস আমার প্রাণ-পণ তব পানে :
অকূল বাতাসে তুলিয়া অন্ধ প্রাণে
ক্ষণ-কাল সখী, রহো

অস্তালোকে

বরষা তবে গিয়াছে দূরে স্বপনে :
নয়ন তুলি' তাহার দু'টী নয়নে,
জড়ায়ে' হাতে চিকণ, কালো কবরী,
সহসা উঠি' চরম আমি শিহরি'
কহিনু তা'রে, 'আজিকে শেষ জীবনে ;
ভিড়াও আঁখি অস্ত-রবির ভুবনে'।

কহেনি কথা, ভরেনি জল নয়নে ;
কহিনু তা'রে হৃদয়-ভাঙা যতনে,
'তোমায় ছাড়ি' এবার হ'বে ভরাতে'
বিরাট্ ফাঁকা পরিচয়ের বোঝাতে—'
ফুটায়ে' ফুল অলস, লীন শয়নে
সুরভী হাওয়া লাগিছে মৃদু তপনে !

প্রতিরূপ

তুমি কাহার মাঝে আমায় পেয়েচো
ডুবিয়ে'-ফেলা কোলাহলের বুকে!
আজিকে তা'ও জানিয়ে' দিয়েচো
আমার হারা অবসাদের দুখে।

তোমার ব্যথা হাওয়ার মতো লাগে
আমার রাঙা হৃদয়-পুরোভাগে :
চাঁদের আলোয় মেঘের মতো তাই
শূন্যে ঝুলি' নয়নে তব চাই।

গাঁয়ের লোকের গানের শয়নে
ঝর্‌ঝরানি বাতাস দোলে সুখে :
আমি তোমার প্রেমে বিলীন হ'তে ক্ষণে
চলেচি আজ পরম আয়োজনে
তুমি কাহার মাঝে আমায় পেয়েচো
সকল-দেখা চরম কৌতুকে?

শ্রান্তি

আজি আকাশ-মেঘের বরণ কাঁপে পল্লবে;
　　চির-যুগের শ্রান্তি নামে স্বপনে :
ঝলসি' উঠি' মধুর-তম ছল তবে
　　কোথায় গেছে নয়ন হ'তে নয়নে !
আমার পাশে রয়েচো তুমি বেদনায় ;
বৃথাই চাই তোমার ভরা চেতনায়,
　　বৃথাই খুঁজি মাতিয়ে'-তোলা যতনে !
হায় অতীত-দিনের সাঁঝের মতো গৌরবে
　　পরশ তুলি' ক্ষণেক-কাঁপা, জীবনে
ভুলের মাঝে মিলায়ে' যাই সৌরভে :
　　তোমার চাওয়া মোহন তা'র পিছনে !

অপমানে

তোমায় আমি বেসেচি ভালো, কিনা,—
তা'রা শুধায় কঠিন মনের রোষে,—
'ব্যভিচারের সকল ব্যথা দীনা' :
আমার ব্যথা তাইত, তা'রা দোষে।
তা'দেরো আমি তুচ্ছ হাসি হেসে'
ফিরায়ে' দিয়ে' ভাবি মনের তোষে
তোমায়, আর তোমার নানা বেশে।

তোমার কেশ প্রলয় আনে মেঘে,
তোমার আঁখি সূর্য-চাঁদে দোলে,
তোমার ভাষা হাওয়ার যত বেগে,
তোমার হাসি তারার আলো খোলে,
তোমার কাঁদা শিশিরে ব্যথা হানে,
স্বপন-ছোঁওয়া আমার সবি ভোলে
তোমায় চেয়ে', আর তোমার পানে।

রহো, রহো, তুমি রহো

[রন্দো]

রহো, রহো, তুমি রহো বাতায়নে দূরে :
পশ্চাৎ হ'তে অস্ত-আলোক ঘুরে'
ক্লান্ত শয়নে যেথায় রয়েছি মেলি'
শান্ত বাতাসে হাসিছে কান্ত খেলি'।

অঞ্চল রাঙা নয়ন-সমুখে আসি'
বিজুলির মতো দূরে যায় পরকাশি' :
কুসুম-প্রয়াস তোমার নয়নে ক্ষণে,
রামধনু-হাসা স্বপন তোমার মনে :
—রহো, রহো, তুমি রহো !

ব্যথার আশার মরীচিকা শুধু রচি ;—
দূর হ'য়ে যাক্ !—বৃথাই ভাবনা খচি !
সকল প্রয়াস ডুবে' যাক্ মৃদুতায়,
সন্ধ্যা-পরশে যেমন কোমল বায় !
—রহো, রহো, তুমি রহো !

পার

[গান]

কোন্-সে বালক-দিনে
কাহারে-তু চেয়েছিনু কা'র তরে !
শরতের শাদা হাওয়া হাসি-ভরে,
আমারই তরে,
তা'রে নিয়েছিল চিনে,'
কোন্-সে বালক-দিনে !

আজ প্রভাত-হাওয়া তা'রি ধারে,
আজ সাঁঝের রঙ্ তা'রি দ্বারে,
আজ বনের খেলা তা'রি পারে
যৌবন-নদী-তটে-পুলক-'পুরে

স্বপ্ন-বোঝা

বর্ষা-প্রভাত, ঝরিছে অনল-বারি :
আকাশ-পুষ্পে বাঁধিয়া স্বপন-বোঝা,
দীপ্ত বাতাসে ফেলিয়া চরণ তা'র
ত্বরিতে নামিছে পুলক-ব্যথায় নারী :
আকাশের পাখী,—সফল পাখার খোঁজা,
পাখার স্বপনে খুলে' যায় উপহার,—
বাতাসে দোলায় চকিত, গহন কাকলির অভিসার।

নামিয়া এসেচে কঠোর ভুবনে নারী,—
বিজন, মহান্, কঠিন পলক-হারা :
চরণ-আঘাতে কুসুম শিহরি' ফোটে ;
বন-বালিকারা হাতের বিনানী ছাড়ি'
কামনার সাথে মিশায় কামনা-ধারা ;
পাকা ধান রাখি' কৃষাণ মুগ্ধ ছোটে ;
কাঙালের রাঙা অলস স্বপন চরণে তাহার লোটে।

সাগর-লহরী কাঁপায়ে,' মাতায়ে' তোলে :
সাগরের প্রাণী হরষে ফুকারি' কাঁদে ;
বালির পুলিন ফেনার লহরী ধরে ;
নাবিকেরা পোতে মলিন, ব্যাকুল দোলে,

বৃথা-সঙ্গীতে থরোথরি' সবে বাঁধে :
স্বপনের বোঝা ছুঁড়িয়া শিথিল করে
বর্ষা-প্রভাতে অনলের স্রোতে গিয়াছে আপন ঘরে।

স্বপনের বোঝা বাতাসে, মাটীতে, জলে :
আকাশের পাখী, কুসুম, বনের নারী,
কৃষাণ, কাঙাল, লহরী, সাগর প্রাণী,
নাবিকেরা সবে ব্যাকুল এসেছে দলে
বোঝার পিছনে ধরার কর্ম ছাড়ি' :
ছিঁড়ে গেল বোঝা ;—সকলের টানাটানি' !
স্বপন-হাওয়ায় ফিরে' গেল গৃহে ধরার স্বপন মানি'।

গোধূলি-তটে

সন্ধ্যা-আকাশ ফুলিছে তুফানে দূরে ;
ধরণী দু'-ধারে আকাশে গিয়াছে উঠি ;
নয়ন-সমুখে প্রাসাদ-প্রাচীর-খানি
—ধূসর ধ্বংস রয়েছে বক্ষ জুড়ে'—
দীর্ণ, কাঙাল স্বপন-সমান টুটি'
লহরী-আঘাতে খুঁজিছে মায়ার বাণী :
তরণী-মাঝারে বিজনে বসিয়া কাহারে আপন মানি !

গহন ঘুমের আয়োজন টুটি' ত্রাসে
প্রাসাদ হইতে কপোত গিয়াছে উড়ি'
গোধূলি-আকাশ ধূসরি' মাথার 'পরে ;
প্রাসাদ-শিখরে স্খলিত পদে সে আসে
নয়নে স্মৃতির স্তিমিত বেদনা পূরি' :
গোধূলি-আলোর সুকোমল থরোথরে
ক্ষুদ্র জীবনে রিক্ত রোদনে চেয়েছি কাহার তরে !

লহরী-দোলায় তরণী আর্ত-রবে
বিষম লেগেছে কঠিন পাষাণ-কূলে,
দীর্ণ শুক্তি যেখানে ছড়ায়ে' আছে,
যেখানে প্রবাল অলস টুটিছে সবে ;

প্রাসাদের রাণী চেয়েছে প্রাসাদ-মূলে
অশথের পাতা ছিঁড়িয়া বুকের কাছে
হেলার স্বপন কাতরে ফেলিয়া পরাণ কাহারে যাচে !

আকাশ-কূলের ঐ-যে তারার মতো
নয়ন আমার নয়নে দিয়াছে তুলে'
কামনার দোলা ডুবায়ে' মনের তলে :
আশার আলোক কাঁপেনা জীবনে স্বত ;
অধর বহেনা বেদনার ভাষা ভুলে';
পরাণ আমার প্রসারি' পক্ষ চলে ;
কাহার সমুখে শ্রান্ত অঙ্গ মেলেছি মুক্তি-জলে !

বিজয়ী

প্রিয়, বক্ষে আমারে ধরো :
মিনতি তাহার কাঁপিতেছে থরোথরো।
আকাশে আগুন জ্বালায়ে' আসিছে ধেয়ে' ;
নারিকেল-শাখা সঞ্চারি' ঘন আমাতে রয়েছে চেয়ে'
বাতায়নে, পাশে বসিয়া তুমি কি করো ?

প্রিয়, ব্যাকুল চাহনি তা'র
অঙ্গে আমার তুলিতেছে হাহাকার :
রুধিবারে নারি ; আসিছে কাতর বেগে :
সকল অঙ্গ তাহারে তুলিতে' রয়েচে বুঝি-বা জেগে
শোণিত তপ্ত ছুটিতেছে খর-ধার।

প্রিয়, ঘনতর আরো বাঁধো !
ওকি, বিহ্বল, তুমিও করুণ কাঁদো ?
তাহার হাওয়া-যে লেগেছে আমার দেহে ;
চরণের ধূলি সমুখে, পিছনে মেতেছে কঠোর স্নেহে
রুদ্ধ হৃদয়ে আমারে কঠিন ছাঁদো।

প্রিয়, আজিকে কোথায় ত্রাণ !
বুঝি নির্মম ঘুচায়েচে ব্যবধান !
প্রাণপণ তোলো প্রয়াস তোমার যত ;
আমার অন্ধ বেদনা-সাধনা নিঃশেষ হ'ল স্বত :
হারে চাহিয়া উচ্ছ্বসি' ভাঙে প্রাণ !

প্রিয়, সন্ধ্যার দেশ হ'তে
এসেচে কখন্, এসেচে রঙের স্রোতে !
আকাশের তারা নিবিড় হ'ল-যে কালো ;
বিবশ আমারে বাহুতে ফেলিয়া কোথায় যেতেচো,
ভালো !
মোরে সে টানিচে তাহার বিজয়ী রথে !

আমার স্বপন

আমার স্বপন ভরা-পালে যায় ঊর্মির ছলছলে
পাহাড়ের ছায়া সুদূর-পিছনে রাখি',
যেথা অশান্ত দেবদারু-বন কামনার মতো দোলে
বাতাসের কোলে অরূপ ছলনা আঁকি' :
নানা যাত্রীর নৃত্য-চটুল পুলকের মাতামাতি,—
দুপুর-হাওয়ায় কিছু-কি রেখেচে বাকি ?
আমার স্বপন তোমাদের তরে আপনায় আছে পাতি'।

তোমরা-যাহারা আকাশের মেঘে প্রলয়-আগুন আনো
সন্ধ্যা-সকালে চপল খেলার ছলে,
তোমরা-যাহারা বাতাসের বেগে খর সংহার হানো
এক-নিমেষের একটী আকুল দোলে,
তোমরা-যাহারা বনানীর বুকে পরাগের ঢেউ তোলো
—সারা সাগরের পরাণ উথলি' খোলে—
কত-জীবনের ঘন পরিচয় আজিকে কেমনে ভোলো ?

আমার স্বপন কত-দূরে যা'বে ?—নেই তা'র আগু-পিছু !
তীর হ'তে বালি উড়িয়া আসিছে রাশি :
তোমাদের হাওয়া অসম আবেশে লেগেছে কি আজ কিছু ?
অকূল আশায় যেতেছে কেন সে ত্রাসি' ?

ধরা-যাত্রীর বোঝার বেদনা এখনি' নামায়ে' লও ;
তোমরা ত্বরিতে দলে-দলে হেথা আসি'
কবরী বিথারি' কঠোর লীলায় চিরকাল রও, রও !

তরু-তলে

বিজন তরুর তলে
আমরা দু'জনে দাঁড়ায়েছিলাম অমর কৌতূহলে
দু'টী হাত তব চাপিয়া আমার গলে।

সাঁঝের কাঁপন ঝলে;
সবুজ শাখার মঞ্জরী ছুঁয়ে' হাঁসেরা ব্যস্ত চলে
ডানার ছায়ায় মোদের দৃষ্টি গলে।

বিলাবার অনুনয়ে
বক্ষ দোঁহার অসম শিহরি' কেঁপেছিল বিস্ময়ে
নগ্ন, কাতর—তুমুল হর্ষ-ভয়ে।

সুনিবিড় নিশ্বাসে
কবরী মেতেছে; মেঘের বাতাস ঘূর্ণা রচিয়া আসে
মুগ্ধ, ব্যাকুল চাহনির অধিবাসে।

হৃদয়ের স্রোত-গুলি
প্রলয়-রঙীন্,—তোমারে চাহিয়া নিজেদেরে গেছে ভুলি'
সেথা হারায়েছে তীরের কুসুম-ধূলি।

তোমারে ধরিয়া থাকা!
নির্জনে, বুকে চপল, অবশ তোমারে চাপিয়া রাখা!
রিক্ত কাঁদায় আঁধার দিয়েচে ঢাকা।

সেদিন গিয়াছে চলে':
ধরার হর্ষ, ধরার বেদনা আমারে ধরিয়া ঝোলে
তা'দের তীব্র, বিহ্বল কল্লোলে;

এখনো তরুর মূলে
নিমেষে, চকিতে সন্ধ্যার রঙ্ নির্জন যাদু খুলে,
আমার খোঁজার বিলয়-স্তিমিত কূলে।

এখনো তোমার ভাষা
ক্ষীণ হয়ে' পশে শিথিল শোণিতে জাগায়ে' দুরূহ আশা:
পাখার কাঁদন বিবশে যখন বাসা।

স্বপনের সুন্দরী!
কর্ম-বিহীন অবসাদ আজ নির্মম আছে ধরি':
তোমারে কখন্ আমার আপন করি!

নির্জন প্রেম

আকাশের নীচে মেঘের প্রান্তে যবে
তোমারে খুঁজিতে' বাহিরিনু কৌতুকে
তরু-সঞ্চারে বাতাসের পথ দেখি',
পাহাড়-সন্ধ্যা, গ্রামের সন্ধ্যা লভি',—
নির্জন প্রেম তখন আছিল একা।

আকাশ-তারায় কুয়াশা যখন মাত'
আড়াল করেচে মোদের দোঁহার'পরে,
মাঠের কুয়াশা, পথের কুয়াশা-রাশি,—
তোমার সুপ্ত, স্রস্ত দেহের পাশে
নির্জন প্রেম তখনো জেগেচে একা।

শীত-বর্ষায় অন্ধ গৃহের কোণে
বাতায়নে, পথে তোমার বিরহ গণি'-
রাত হ'তে দিনে, দিন হ'তে রাতে সরি',
এলানো স্মৃতির জড়িত বেদনা খুলি',
নির্জন প্রেম আজো যাপে সখি, একা।

সুর-সুন্দরী

আমার স্বপনে তোমার ছায়ার কাঁদা
দ্রুত, চঞ্চল বাহিরে এনেচে ভুলে ;
গহন বনের নিদ্রা-নিবিড় বাধা
যেথা আকাশের রঙের স্বপন তুলে,
মহা-সাগরের ঘন কল্লোল জড়ায়ে' গোপন-কূলে।

তোমার চলার আবেশ-আকুল ছায়া
চকিতে তা'দেরে আঁকড়ি' রয়েচে ধরি' ;
মুকুল-নয়নে তোমার বিজন মায়া
সন্ধ্যা-ধরায় যেতেচে আঁধার করি' ;
ডান বাহু তব আকাশ-তারায় স্রস্ত রয়েচে পড়ি'।

ভেঙে'-ভেঙে পড়ে তা'দের গলিত ভাষা
রূপান্তরের বেদনা যেখানে জ্বলে :
আমার চাহনি, আমার শিহরা আশা
সুর-সুন্দরী ! অবোধ-কৌতূহলে
তব বিস্তার কঠিন ধরায় যেখানে-যেখানে চলে।

সহসা তবুও মিলালে কোথায়, কহো,
সবার-অতীত, কেমনে, কিসের ছলে !
ব্যর্থ ধরায় শূন্যতা নিঃসহ ;
তা'রি ছায়ে তবু আমার মিনতি চলে :
ভীরু হংসের এলানো কাকলি সন্ধ্যা-কমল-তলে !

নির্জন আহ্বানে

বন্ধু, আমারে এবার ছাড়ো :
নির্জন হাত আমারে বেঁধেছে তা'রো !
ক্ষণে-ক্ষণে তা'র নিঠুর, আর্ত মায়া
আমার দেহের, মনের স্রোতেতে ফেলিছে চরম ছায়া
বিদায়ের বেলা কঠিন ক'রোনা আরো !

বন্ধু, রঙের রূপান্তর
নিঃসহ বেগে প্রলয়-আকাশ-'পর।
ঝড়-বর্ষার তুমুল হাসি ও কাঁদা
তা'র স্পর্শের শিহরণ-সাথে রচেছে নবীন ধাঁধা :
সাগরের ঢেউ ফুলিছে ভয়ঙ্কর !

বন্ধু, আঁখি কেন তব চায়
কঠোর বিষাদে প্রভাত-তারকা-প্রায় ?
শত কল্পনা তাহারে ছেয়েছে সুখে :
আমার শ্রান্তি ভেঙে'-ভেঙে' পড়ে উদ্দাম কৌতুকে
নিবিড় পরশে অঙ্গের সীমানায়।

বন্ধু, আবার রয়েছো ধরে' ?
কুটিল কবরী লুটিয়া যেতেছে পড়ে' ;
দেহ-লতিকার ফুল্ল, ব্যাকুল ভাষা
আদিম স্বপনে ছুলিয়া-ছুলিয়া তাহারে করেছে আশা :
সম্মুখ হ'তে কোথায় যেতেছো সরে' !

বন্ধু, রাখো, রাখো তব কথা !
তব কুঞ্জের মল্লিকা, শ্যাম-লতা
নুয়ে'-নুয়ে' পড়ে মোদের চরণ-ভারে :
সাঁঝের আঁধারে মোরা চঞ্চল রঙের স্বপন-ধারে
কেন তব এত নির্মম ব্যাকুলতা ?

চেয়েছিনু কবে তা'রে !
আমার মাঝারে গলিছে সকল, হারে !—
অমিত আবেশে তাহারি জীবন-পানে ;
সাগরের ঢেউ ঘন কল্লোলে উচ্ছাসি' তীরে আনে :
আমারে এবার সেকি কভু হায়, ছাড়ে ?

রিক্ত

[রন্দো]

যত-কিছু-ছিল দিনু কবে তোমাদেরে :
আর্ত স্বপনে আমায় শ্রান্তি ঘেরে।

দিন হ'তে দিনে ধরার বেদনা-গুলি
ব্যর্থ বাতাসে বক্ষ মাতায়ে' তুলি'
শত ঝঙ্কারে কঠোর চিহ্ন আঁকি'
হারায়েচে দূরে আমারে আঁধারে ঢাকি' :
সাঁঝ হ'তে সাঁঝে তোমাদের পিছু আশা
অসম ওঠায় ভেঙেচে কখন্ বাসা।
—যত-কিছু-ছিল দিনু।

কাটা-ধান-ক্ষেতে প্রখর শীতের হাওয়া
অস্ত-আলোর কুলায়ে বকের
চঞ্চলি' আরো উদাসীন ফিরে' আসে :
পাখার কাঁদন ক্ষীণ হ'য়ে ক্রমে ভাসে।
—যত-কিছু-ছিল দিনু।

অসময়

পাখীর ডানার তীব্র, গভীর ব্যথা
কখন্ জেনেচে কাননের ছোটো কুঁড়ি !
ফুটিবার আয়োজন
ছেয়ে' গেছে প্রাণপণ :
রাঙা-রাঙা, কচি পাপ্ড়ির ব্যাকুলতা
দূরে উড়িবার—এদিকে-ওদিকে ঘুরি' !

কতদিন গেছে তা'রপরে,—তা'রপরে
বাতাস-মেঘের উৎসব থরথরে !
কাননের ফুল-
রঙীন্ আবেশে সহসা উঠেচে খুলি',
আপনা-বিলানো সৌরভ-মাঝে আকাশে উঠেচে দুলি'।
শুধু সে যে ফুটিল না,
প্রলয়-ব্যস্ত আপনার ভাষা কোনোমতে কহিল না।
ছেঁড়া-খোঁড়া তা'র পাপ্ড়ি-গুলিরে ধরে'
পাখার আকাশে চেয়েচে করুণ ধরার ধূলায় পড়ে'।

বর্ষণ

আমার মনের দূর-সীমা-রেখা-পারে
তোমার মূর্তি পুলক-বিবশ সুখে
সন্ধ্যা-সকালে বরণের সঞ্চারে
অসীম ব্যথায় শিহরিত কৌতুকে।
মর্মের দ্বারে সারাদিন কান পাতি'
বিজন স্মৃতির পরম আশার ধারে
কি তুমি শুনিতে আকুলি' দিবস-রাতি ?

সেথা ঝঞ্ঝার বিপুল বেগের ভাষা
শঙ্কা-কাতর মেঘে-মেঘে উল্লাসে
লাগিত কঠোর জাগায়ে' দুরূহ আশা ;
সেথা সকরুণ, সুকোমল উচ্ছ্বাসে
পাখীদের গান ফিরিত মধুর মোহে ;
সেথা সন্ধ্যার তন্দ্রা নিভৃতে ভাসা
হারাণো ব্যথার মুগ্ধ পরশ বহে'।

আজ দেখি কেন আমার আকাশ জুড়ে'
বিদ্যুৎ-হানা তোমার মহোৎসব ?

নগ্ন তারকা ঢাকা দিয়ে' আজ ঘুরে
তোমার মায়ার চকিত শঙ্খ-রব।
তোমার মুক্ত অজস্র বর্ষণ
আমারে ডোবায় অতল, নিরালা পুরে :
কোথা তব বাহু ?—কোথা তা'র বন্ধন ?

অনুদ্দেশ

আমার 'পরে তোমার পাখা বিছানো ?
—তাই কি হয় ? আমার তুমি কি জানো ?
সূর্য-তারা তোমার র'বে আড়ালে
আমার শাখায় চরণ-দুটী বাড়া'লে।
আমার শাখা হ'লে তোমার শিথান,
কেবল তোমার শিথিল দেহে ঝিমানো !
ওড়ার তব আবেশ-মাঝে আমার তুমি কি জানো ?

নাই-বা আমার ফুল-ফোটার বেদনা
তোমার ছায়া, চকিত পরশ পেলনা !
নাই-বা আমার হাজার শাখার জীবনে
সন্ধ্যা তব মায়ার দোলা দিল নে !
নাই-বা মেঘের রামধনুর চেতনা
তোমার রঙে আমার দেহে এল না !
ক্ষণিক তব পাখার সাধা কোথায় তোলে বেদনা !

একাকার

সন্ধ্যা নেমেছে পশ্চিমে
রক্ত-মেঘের তরীতে,
—সফল শয়ন অন্তিমে—
নিমেষ নিমেষে ধরিতে'
স্বপন তুলেছে আঁখিতে।

বিশ্ব সরালো গুণ্ঠনে—
সাঁঝের মরণ-পরশে—
প্রলয়-ভীষণ লুণ্ঠনে,
অমিত চকিত হরষে :
স্বপন আমার বিবশে !

ঊর্দ্ধ আকাশ রঙ্গিতে'
ধরণী উঠিছে কাঁদিয়া ;
পবন চপল ভঙ্গীতে
শিরীষ-দোলায় দুলিয়া
উঠিছে আকুল হাসিয়া।

চটুল আঁধার বহ্নিতে
দেখালো ফুল্ল নাচনা ;
পাখীর করুণ সঙ্গীতে
বনের সবুজ সাধনা
সহসা জানালো বেদনা ।

শালেরা চরম মর্মরি'
হাওয়ার আগুনে শিখিলে ;
আমার হৃদয়ে থরোথরি'
তোমার হৃদয় মিশিলে,
প্রলয় ভরিল নিখিলে ।

সাগর তুমুল কল্লোলে
ঊর্মি পুলিনে আছাড়ে,
যদি সে তা'দেরো নিল কোলে,
পবন সহসা বিদারে
আকাশ তাদের সাধা-রে

আজিকে বিশ্ব—কথা নয়.!—
অসম উঠিছে শিউরে' :
অসীম পুলক, বিস্ময়
গন্ধে, মেঘের সিঁদুরে,
তোমার কাঁকণ-কেয়ূরে !

তোমাতে-আমাতে বন্ধনে
অমর স্বপনে থামিয়া :
—ক্ষান্ত করেছো ক্রন্দনে ?
—তোমাতে-আমাতে চাহিয়া
বিশ্ব ভুলায় ভুলিয়া !

গোধূলির রাণী

গোধূলির রাণী ! ঘুম্-ঘুম্ গুঞ্জনে
ভেসে' আসে মৃদু ভরা-সন্ধ্যার কূলে
তব ব্যথা, মোর বেদনার শিহরণে !
দূর-বনানীর শিয়রে আকাশ দুলে
তোমায় হৃদয়ে আলোক-আঁচল ফেলি'
রঙের মিনতি ছড়ায়ে' ধূলায়, ফুলে।
আমার ছায়ায় কুসুম-হৃদয় মেলি'
শেষ করে' দাও সব এই-বেলাবেলি !

ধরার আগুন জ্বেলেছি নিভৃতে দোঁহে :
অতি-জগতের অগ্নির আহ্বান
মন্থর নামে আকাশ-তারায় বহে'।
আজিকার রঙে স্বপনের সন্ধান
মোদের হৃদয়ে, আকাশের গ্রহে-গ্রহে :
গোধূলির রাণী ! শেষ করো তব গান ;
মলিন আবেগে হয়ত, আঁধার আসি'
সকল বিশ্ব কেড়ে'-কুড়ে' যাবে ত্রাসি' !

—এসেছে আঁধার, এসেছে বাদুড়-পাঁতি—
—ওকি ! অতভয় !—কাঁপিছো যে থরোথর !

অসহায় তব কাঁদার আবেশে মাতি'
দিক্ হ'তে দিকে গহন, ভয়ঙ্কর—
দু'-খানি ডানায় ভরিয়া এনেছে রাতি !
তিমির-দোলায় মোদের মাথার-'পর
যা'-কিছু মোদের সফল হ'বেনা,—আজি
করুণ, কঠোর তালে-তালে যায় বাজি' !

গোধূলির রাণী ! ভ্রষ্ট কুসুম তব
বরণ ভুলেছে, ভুলেছে স্বপন-সাথে
তিমিরের আগে অগ্নির উৎসব ।
—তবু, তবু কালো, হেন-অকালের রাতে
ঝরা-গোধূলির পথের স্বপনে চাহো,
হাহাকার-তোলা শূন্যতা লয়ে' হাতে ।
ভুলে' গেছ যদি গোধূলির উৎসাহ,
তিমিরের তীরে যা'-কিছু-রয়েছে গাহো !

সঙ্গী

হে পাখী, দাঁড়াও তুমি !
তোমার ডানায় ওড়ার আবেশ-মাখা
প্রিয়ার চিহ্ন কাজলে রয়েছে আঁকা :
সুখে-টলোমলো আমাদের বন-ভূমি :
হে পাখী, দাঁড়াও তুমি !

হে পাখী, ব্যাকুল কেন ?
আমাদের দ্বারে সাঁঝের রঙের খেলা,
হর্ষ-চপল পবনের হেলা-ফেলা।
ঘন-অরণ্য তোমার কুলায় হেন :
হে পাখী, ব্যাকুল কেন ?

হে পাখী, কিসের ত্বরা ?
অকূল আঁধার তোমার ডানায় লুটি
আসেনি এখনো খুলি' তা'র কালো ঝুঁটি।
তোমার আকাশ বনের প্রান্তে ধরা :
হে পাখী, কিসের ত্বরা ?

হে পাখী, কাকলি তব
গৃহের প্রদীপে, আকাশ-তারায় আসি'
শিথিলিয়া দেবে বনের হরষ-রাশি :
ফুল-ছাপা সুখ দু'হাত ভরিয়া লবো,
হে পাখী, কাকলি তব !

হে পাখী, পুলক ঝরে !
আমাদের বন তোমার স্বপন আনি'
পারেনা দাঁড়াতে' তোমারে নিবিড় টানি'
বিবশ তাহার বুকের সীমার পরে,
হে পাখী, পুলক-ঝরে ?

হে পাখী, তোমার এত !
আমাদের বন সুখে আজ ঢলোঢলো :
কোন্‌খানে ত্রুটি আমার, দেখেচো, বলো !
তোমায়-আমায়-মিলনে গোধূলি যেত !
হে পাখী, তোমার এত !

হে পাখী, কাহার আশে ?
ধরণীর কোন্-দুর্গম-বন-শেষে
প্রভাত ঘুমায় আঁধারের কোল ঘেঁষে' :
জাগাতে' তাহারে বুঝি তা'র যা'বে পাশে !
হে পাখী, কাহার আশে ?

হে পাখী, বুঝেচি তোরে।
সুখে-ভরা বন আমার আজিকে নয়!
আমার স্বপন তোমার ডানায় স্নয়
ধরার শিয়রে আকাশের থরথরে :
হে পাখী, বুঝেচি তোরে!

হে পাখী, সঙ্গে লও!
আমার বিরহে আর্তবিলাপ তুলি'
সুখের বনানী ওড়াবেনা রাঙা ধূলি!
গহন আঁধারে যেখানে-বা তুমি রও,
হে পাখী, সঙ্গে লও!

হে পাখী, তোমার আমি!
ঘরের প্রদীপ রাখিবেনা আর ধরে'!
আকাশের তারা কোথায় যেতেছে সরে'!
দূর-বনানীর গুঞ্জন গেছে নামি'!
হে পাখী, তোমার আমি।

তিমিরের রাণী

হে সখী, তিমির-তীরে !
কালো জল তব ধোয়ায় চরণ-তল
আকাশের গায়ে ছুঁড়ি' কালো কল্লোল :
আদিম আঁধার অনন্ত যুগ ঘিরে'
ভেঙে পড়ে তব শিরে :
হে সখী, তিমির-তীরে !

হে সখী, ঘোম্‌টা ফেলো !
ধরার শিয়রে নির্জনে ধীরে আসি'
নির্জন প্রেমে বাজাই বিমনা বাঁশী :
তারার আলোকে হিয়া তা'র এলোমেলো
আঁধারে রজনী এলো ;
হে সখী, ঘোম্‌টা ফেলো !

হে সখী, নয়নে তোর
ঢেউ'এর আগুনে শুয়ে' আছে নিঝ্‌ঝুম
অনাদি কালের উৎসব-কুঙ্কুম,
ফসল-ঝরানো আধো-আধো রাঙা ঘোর :
ঘুমায় ভয়ঙ্কর
হে সখী, নয়নে তোর !

হে সখী, ছায়ার গাথা !
তোমার ব্যস্ত, অশেষ রূপান্তরে
হাওয়ার স্বপন স্রস্ত আবেশে ঝরে ;
প্রথম শিশির অসম আলোকে মাতা !
তোমার অধরে পাতা
হে সখী, ছায়ার গাথা !

হে সখী, চকিত কিসে ?
সোনার স্বপ্ন ভ্রষ্ট অগাধ জলে,
তুষার-গৌর তোমার চরণ-তলে
আজিও লুটায় ঊর্মি-আঁধারে মিশে',
সহসা চমকি' সে :
হে সখী, চকিত কিসে ?

হে সখী, এত কি ভয় ?
তুমুল হর্ষ আমার বাঁশীর স্বরে
ধরার প্রান্তে আঁধারে আছাড়ি' মরে !
চপল ঊর্মি ফেনায় আবরি' লয়,
ধরণী নীরবে রয় !
হে সখী, এত কি ভয় ?

হে সখী, ব্যাকুল ত্রাসে ?
আমার অলক তোমার কবরী-তলে
মন্থর দোলে কোমল আশার ছলে ;
আমার হৃদয় তোমার হৃদয়-পাশে :
এত কি আজিকে আসে—
হে সখী, ব্যাকুল ত্রাসে ?

হে সখী, কাতর আঁখি ?
একদিন তুমি চেয়েছিলে, তব হৃদে
বিপুল বিশ্ব যেন ত্বরা যায় বিঁধে',
অন্ধ রোদনে সবারে সমুখে ডাকি'
আঁধারের কূলে থাকি'
হে সখী, কাতর আঁখি ?

হে সখী, এখনি তবে,
আঁধারের মতো একখানি গুণ্ঠন
ক্লান্ত, কাতর তুলে' লও প্রাণপণ :
অবোধ স্বপনে দুরন্ত আসে সবে,
তোমারে ছিনিয়া ল'বে !
হে সখী, এখনি তবে !

হে সখী, তিমির-রাণী !

আমার বাঁশীর ভুলে-ভরা চেতনায়
আকাশ-তারায় হারায়েছি সব, হায় !
তোমার নয়নে একটী চাহনি হানি !
—কিছু আজ নাহি জানি,
হে সখী, তিমির-রাণী !

আবর্তন

[গান]

সুন্দর ধরণীর প্রাতে
তরুণ আবেশ-ভরে
রঙের শিহরা-'পাতে
দাঁড়ালো শিশির-পরে
দু'জনে অশোকমালা হাতে।
প্রাঙ্গণ-নদী-জলে
নুয়েছিল শাখা-দলে
কিংশুক অশোকের সাথে।
সুন্দর ধরণীর প্রাতে ॥

ধরণীর দিবসের কাঁদা
বাতাসের সঞ্চারে
আকাশেতে মিলায়েছে,
তরু-দল জড়ায়েছে বাধা :
দু'-জনার চারিধারে
করুণারে বিলায়েছে
দু'-জনার নয়নের সাধা।
ধরণীর দিবসের কাঁদা ॥

ধরণীর সুগভীর রাতে
তরু-দল হারায়েছে
কঠিন তিমির-বাতে :
প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়েছে
তরুণ, কেতকী লয়ে' মাথে।
তরুণী, সে মরণের
সুর লয়ে' মরমের
বৃথা ডাকে ধরণীর প্রান্তে।
ধরণীর সুগভীর রাতে ॥

রেখা-বিহীন

পুরাণো প্রেমের স্মৃতি-খানি আজ ছায়াতে দোলে,
স্বপন-কোলে।
হাজার পাখীর কল-গান দূর-আকাশে
বিজনে ভাসে
মেঘের সিঁদূরে তারার আড়ালে চরম ছলে।

তুমি কি চেয়েচো আদিম যুগের নিখুঁত্-আমি,
দুয়ারে থামি'?
রেখা-নির্দেশে পৃথক্-একটী জীবনে
ধরিল মনে?
ধরার সন্ধ্যা তোমার দুয়ারে এসেচে নামি'!

রেখায়-রেখায় আমার জীবন উথলি' পড়ে
রূপান্তরে,
সবার জীবনে মিশেছে কেমন্-অলখে,
বিশ্ব-লোকে;
সবার চেতনা অন্ত-বিহীন স্বপনে ধরে!

গলার আবেশে গড়ার কিনারে পাখার দোলা,
সকল-ভোলা !
তুমি কি আমায় ধরিবে তোমার উরসে,
আবেগ-বশে ?
হাজার যুগের কাঁদার আগুনে গণ্ডী খোলা !

'কান্তবত্‌কাল এবং'

তোমাদের মন চুরি হ'ল হায়! হায়!

হাজার চোখের বিদ্যুৎ-উৎসবে
তোদের কেশের মেঘের আঁধার-তলে
চরণের পথ স্রস্ত নূপুরে ভীরু
লালসে মুখর করেচে বর্ষাকাল!

তোমাদের মন চুরি হ'ল হায়! হায়!

তোদের চোখের অঞ্জন দূর-মেঘে,
বাঁকা বিভ্রম উত্তাল নদী-জলে,
চরণের ধ্বনি হংস-কাকলি লভে,
তোদের হাস্তে হাসিচে বর্ষাকাল!

তোমাদের মন চুরি হ'ল হায়! হায়!

মালতীর সাথে কেতকীর মালা শিরে,
দু'টী-দু'টী কানে অর্জুন-মঞ্জরী,
বক্ষ-দোলায় নীল উৎপল-রাশি,—
তোদের সাজাতে' এনেচে বর্ষাকাল!

তোমাদের মন চুরি হ'ল হায়! হায়!

ঢেউ-'এর আঁধার প্রলয়-মৃত্যু-আঁকা
অঙ্গে-অঙ্গে মেলেচে রুদ্র ডানা :
তোদের শিয়রে পরম প্রতীক্ষায়
নিশার আঁধারে নিবিড় বর্ষাকাল!

তোমাদের মন চুরি হ'ল হায়! হায়

আষাঢ়-তন্দ্রা

কোন্ রজনীর পরপার হ'তে আসিছে তন্দ্রা দিবসে !
বর্ষা-বাতাসে সব-একাকার আষাঢ়ে,
আঁধারের-'পর-আঁধারে
মেঘের অঙ্কে ধূসর ঢুমায় দূরে শাল-বন বিবশে !

বিদায়-ক্ষণে

আঁধারে আকাশ মলিন হ'ল
আমাদের দু'-জনার শিরে :
মোদের দৃষ্টি-যে ক্ষীণ হ'ল
ভাঙা-হৃদয়ের রাঙা তীরে,
উৎসাহ-নেই-কালো-নীরে।

আজিকার ক্রন্দন নিবাও,
আকাশের তারা-দীপ যথা ;
নূতনের আনন্দে বিলাও
আমাদের হৃদয়ের কথা,
এত-যে জমেছে ব্যাকুলতা

তা'রপরে আর-কোনো কথায়
জীবনে কাতর ক'রোনাকো :
মিলাক্ সকল মূক ব্যথায় ;
দূরে গিয়ে' মোরে ভুলে' থাকো,
নব রঙে সব-কিছু ঢাকো।

তা' না হ'লে' মুহূর্তে বিকল
তোমার পুলক হ'বে মিছে,
তা' না হ'লে' বিমর্ষ, বিভল
চেয়ে' র'বে জীবনের নীচে,
স্বপ্ন সুদূরে রাখি' পিছে

আজি আর কোনো কথা কি বলে ?
—দেখা যদি হয় অবশেষে
এ-হেন আঁধার-আকাশ-তলে,
শুধু যাবো চেয়ে' আঁখি-দেশে,
আঁধার আকাশে যেথা মেশে !

সখী-হীন

হে সখী, নয়ন ঢাকো।
রঙ্ হ'তে রঙে, মেঘ হ'তে মেঘে
ঝঞ্ঝার আলো ভেঙে' পড়ে বেগে :
দেহ-মন হ'তে সমস্ত-মোরে কেন তুমি কাছে ডাকো ?
হে সখী, চাহনি রাখো !

হৃদয়ের দ্বার খোলো :
তোরে এতদিন রেখেচি যেখানে
দু'-জনার রঙে অতি-সাবধানে,
আদিম পথের ছায়ার শিয়রে, নির্জন প্রেম ভোলা
জাগালো অকূল দোলা

হৃদয়ের স্পন্দনে
আগুন-পাখায় সপ্তভুবন
সপ্ত-ঋষিরে বহি' নির্জন
দুলিচে মত্ত রথ হ'তে রথে স্বপ্নের গুঞ্জনে
আজিকার মহা-খণে।

হে সখী, কোথায় তুমি !
গতি-আর-রঙে-সব-একাকার
আছাড়িয়া পড়ে হৃদি-পারাবার :
প্রলয়-রাতের স্রস্ত অতিথি ব্যস্ত পড়িচে ঝুমি' :
বৃথাই তোমারে চুমি !

অবাধ্য

জাগ্রত ব্যথা-গণে
মিশে' গেছে কোন্-ক্ষণে
স্বপ্নের বুকে ঘুমন্ত ব্যথা এলায়ে' যেখানে বনে।

তাহারা পরস্পরে
বনের কলস্বরে
অগ্নির বেগে পাখায়-পাখায় সহসা শিথিলি' ঝরে।

অনাদি যুগের মোরে
কেমনে রাখিবে ধরে'
হেলায়-খেলায় যেখানে-সেখানে ছড়ানো রূপের কোরে?

অনন্ত প্রেম, হায়!
অনন্ত মোরে চায়:
হে সখী, এখানে পুলক-বিকল আর বসে' থাকা দায়!

গোধূলির ফুল-গুলি
নিজে'রে ওড়ায় খুলি'
কাছে আছে দল, কচি-কচি পাতা,—সবারে নিমেষে ভুলি'।

সাগরের ঢেউ যত
ব্যস্ত ভাঙিতে রত,
তোমার চরণে স্খলিত আবেশে যাহারা ঘুমাতো স্বত।

ঘরের প্রদীপ তোর
নিবে' যায়,—ঘন ঘোর!—
এতদিন যাহা জ্বলিত শিয়রে স্তিমিত শিখায় ভোর।

অবাধ্য আমি হায়!
উত্তান কামনায়
ভুলে' গিয়ে' তোরে তোমার স্বপনে নির্মম মিশে' যাই!

বাদল-দিনে

বাদলের দিন-গুলো আকাশের বর্ষণে একাকার-স্বপ্নে কাঁপ্‌চে,
থম্‌থমে মেঘ-গুলো কাজলের সাধ-ভরা ধরণীর বক্ষে নাম্‌চে।
সখী, তোর ভয় কি ?—এক্‌লা পথ-ঘাট কত-না দূরে আছে
দাঁড়ায়ে',
অতীতের ক্ষত-গুলো ভরে' যা'বে আজ সব : থাকোনা
আমারে জড়ায়ে' !

বর্ষা যে ঘনিয়েচে ! সকলের কাছে এলো, আমাদের
কুটীরের দুয়ারে :
ছায়া তা'র নেচে' যায় আমাদের কিনারায়, ভাঙে হায় !
হৃদয়ের ওপারে !
ডেকে নে তা'রে আজ,—স্বপ্নের ব্যথা-গুলো যেমন চায়
দূরে আকাশে,
যদি কেউ আসে নেমে' পুলকের আধো-ঘুমে এলোচুলে
অপরূপ, বাতাসে !

রূপান্তর

আজ্‌কে রাতের তোরা আমার সহচরী :
তুচ্ছ অতীত ডুবিয়ে' দিয়ে' লহো ধরি' !
হাজার ফুলের পরাগ তোদের চরণে,
হাজার-তীর্থ-সলিল তোদের নয়নে,
হাজার যুগের নিবেদনের রোদনে
হৃদয় তোদের উঠ্‌চে দুলে' থরোথরি' !

তোদের বুকের সর্বশেষের আশ্রয়ে
আমারে ধরো কোমলতম বিস্ময়ে !
তোদের চোখের ব্যস্ত, রঙীন্‌ বিলয়ে
আমারে টানো মধুর তোদের নিলয়ে
তোদের বেগে আমার বেগ সভয়ে
চেতিয়ে' তোলো আমার শেষ-পরাজয়ে !

তোদের রঙে জীবন মোর উৎসাহি'
গহন রাতের প্রান্তে-দূর নিক্‌ চাহি' :
যেমন করে' বাতাস পাখীর কূজনে
কূজন হয়ে' মিলায় সারা ভুবনে,
যেমন করে' শ্যামল মেঘের স্বপনে
ধরণী-তল শ্যামল হয় অবগাহি' !

অগ্নি-তলে

'....................স্বর্গ্যমগ্নিং.................প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং গুহায়াম্॥'
—কঠোপনিষদ্।

জানি, জানি আজ অগ্নি উঠিছে আকাশে
গুহাতল হ'তে,—ধরণীর আশ্রয় !
জানি, জানি—দূরে মধুর দীপ্ত বাতাসে
ছড়ায়ে' পড়েছে নির্জন বিস্ময়।
এ-হেন আলোকে কেশের আঁধার-তলে
কুসুমের মালা জড়ায়ে' লয়েছি গলে :
—আসিছে সে উচ্ছলে !

আঁধার-আগুনে অগ্নি-আঁখির রজনী
কাঁপিছে : বক্ষে প্রলয়ের আগ্রহ :
হাজার ঘৃণায় ছেয়েছে প্রণয়ে অবনী,
নিবিড় বিরোধ ছড়ায়েছে নিঃসহ।
প্রতিটী নিমেষ অকূল প্রবাহ বাহি'
দূরে আঁখি-তলে ঝলিতেছে উৎসাহি'
আমার কামনা চাহি' !

আমার বিলাসে তা'র আসিবার কামনা
তাইত, অগ্নি জেগেছে নিবিড়-তর :
আমার স্বপনে তাহার নিত্য সাধনা
বিজন বেদনে কাঁপে তাই, থরোথরো !
হাওয়ার কাঁপনে হিমের পুলকে ভাসা
আনন্দ তা'র পরম নিভৃতে আসা
আমার সর্বনাশা !

গৃহের প্রদীপ জ্বেলেছি ব্যাকুল যতনে,
বিবশ অঙ্গ পেতেছি পূর্ণ করি',
আন্‌মনা আমি চেয়েছি ক্ষণিক-সাধনে
অন্ধ স্বপ্ন ঊর্দ্ধে, আকাশে ধরি' :
আকাশ-অগ্নি নামিছে লক্ষ্যহারা
সব-জ্বালাবার পুলক করিতে সারা :
বক্ষে অধীরা ধারা !

অগ্নির পিছে এসেছে তিমিরে বিরলে :
দুটী আঁখি মোর শিহরি' মুদেছে ত্রাসে,
কপোল-পরশ বুঝেচি আমার কপোলে,
দুটী বাহু তা'র আমার বক্ষ-পাশে ;
দেহের চেতনা মরেছে দেহের 'পরে :
সব-ভোলাবার মিনতি নিবিড় ঝরে
কোমল কণ্ঠ-স্বরে !

কণ্ঠের মালা আমার ব্যথায়, সরমে
খসিয়া পড়েছে চকিতে, চরম-ভুলে :
আর্ত শোণিত আমার ক্ষুব্ধ মরমে
চেতিয়া থেমেছে তাহার কঠিন-কূলে :
বিকল বিশ্ব আমার সমুখে নামি'
ভীরু ক্রন্দনে সহসা গিয়াছে থামি' :
হারায়েছি হায়, আমি !

অগ্নি-আঁখি

এ-হেন আঁধারে কোনো কথা তুমি ক'য়োনা !
হে সখী, বিজনে সহসা মিলালো চেতনা ।
তারকার প্রেম নেমেছে ধরার হৃদয়ে
বিদ্যুৎ-আঁকা, অন্তিম-রাঙা বিলয়ে ;
কালো কেশ তুলে' ঝঞ্ঝা হাসিছে লুকায়ে' ;
নির্জন বক ছুটে' চলে ত্বরা কুলায়ে ।
এসো, পাশে থাকি সম্বরি' কথা নয়নে,
অকালের রাতে ভেসে' যা'বে হায়, তা' না'হলে' কার চরণে

ঘরের প্রদীপ আমাদের আছে জ্বালানো :
তা'র ছায়া-তলে হ'বে হ'ক্ কথা বিছানো !
মেঘের পসরা ঐ দেখ, দূর-আগুনে
নামানো রয়েছে তোমার আঁখির সামনে !
ঘরের দেয়ালে আমাদের ছায়া কাঁপিছে,
অগ্নি-আঁখির চরণে, হয়ত, সঁপিছে
নিঃশেষ করে' আপনার কালো বেদনা :
এসো বাহু-পাশে : অধর কাঁপায়ে' ঐ-ধারে আর চেয়োনা !

—বৃথা, বৃথা কওয়া !—কখন্ ওধারে বলেচো,
আঁখির নিমেষে আপনারে তা'র করেচো !

সোনার অগ্নি তোমার নয়নে, জীবনে ;
অগ্নি-আবেগ তোমার হৃদয়ে শরণে !
দু'টী বাহু তা'র তোমারে ধরেচে আবেশে,
কথায়-পূর্ণ অকালের মহা-নিমেষে !
ঘরের প্রদীপ কখন্ ছায়ায় মরেচে !
শূন্যে, আঁধারে হাহাকার ল'য়ে আমার নয়ন চেয়েচে !

উৎসব

উৎসব লেগে' গেছে অঙ্গনে,
আকাশের অঙ্গন-মাঝে :
সব চিত্ত জেগে' উঠে রঙ্গনে,—
মিছে আজ ক্রন্দন সাঁঝে !

তারকায় ছেয়ে' গেছে ছায়া-পথ,
চন্দ্রের দীপ-খানি জাগে,
উড়ে' যায় ধরণীর মায়া-রথ :
সত্ত্ব জেগেছে অনুরাগে !

এতদিন ছিল যাহা তন্দ্রার
সুকঠিন আবরণ-পাশে
শাঙনের মেঘে-ঘন সন্ধ্যার
কালি লয়ে' বিহ্বল ত্রাসে,

সহসা তা' ফুটিয়াছে, উন্মাদ—
পাণ্ডু কপোল রাঙি' ধীরে :
আজিকার উৎসব-সংবাদ
ব্যাকুল বেজেছে মঞ্জীরে !

নেমে' আসে উৎসব উত্তান
আমাদের অঙ্গের দ্বারে :
অবসান লয় দূর-সন্ধান :
আঁখি তোলো হৃদয়ের পারে !

তিমিরের-তলে

গহন আঁধার তূর্ণ চরণে নামি'
সহসা সমুখে থামি'
বনের প্রান্তে আলসে-এলানো সরণি
লেপিয়াছে একাকার :
ক্লান্ত শয়নে বিজন, বিপুল ধরণী
করিতেছে হাহাকার :
এ-হেন আঁধারে ব্যস্ত, চকিত চরণে
বন্ধ নয়নে কোথা যাও কা'র শরণে ?

সমুখে সাগর চেতিয়া ফুলিছে ফুলি'
ঢেউ'এর আগুনে ভুলি'।
কোন্ কাজ ছিল এ-হেন নিবিড় প্রলয়ে,
অশান্ত এই-রাতে ?
এত-কি বেদনা জমেছে তোমার হৃদয়ে,
কাহার নয়ন-পাতে ?
তব নয়নের তরল অগ্নি-পরশে
কণ্ঠের মালা ভ্রষ্ট, মলিন বিবশে !

যে-মালা খসেছে, যে-আশা উঠেনি ভরি',
যা'-কিছু অতলে পড়ি'

—হাজার যুগের সব-সঞ্চয়—রয়েছে
হেলার জড়িমা বহি',—
তা'দের সহসা-চেতনা কি তোরে ডেকেছে
সুপ্ত জীবন দহি' ?
তোমার শিয়রে ঝঞ্ঝা উঠেছে গগনে
সাড়া তুলিবারে নির্জন তব ভুবনে !

—এতখানি যদি, ঢেউ-'এর বিষম বুকে
আনন্দ-কৌতুকে
তোমার বক্ষ পাতি' দাও ধীরে, যতনে
পদ্মের মতো খুলি' :
ভরা-অধরের ব্যাকুল, ঈষৎ-কাঁপনে
সব জ্বালা যা'বে ভুলি' !
তব জাগরণে হয়ত, তখন পূরবে
সোনার উষার প্রসাদ ফুটিবে গরবে !

ব্যর্থ সন্ধান

সোনার সন্ধ্যা তিমিরের ব্যথা আঁকি'
কালো তরঙ্গে নেমেছে মৌন শিহরি' :
শ্যাম দিগন্তে সুদূরে আঁচল রাখি'
কালো কেশ-তলে মোদের বিশ্ব আবরি'
চপলা রজনী মন্দ-চরণে কোথা যেতেছিল বিহরি' !

হাজার নদীর মিলন-কাতর গানে,
ফেনার পুঞ্জে, তরুর তলায় বিজনে
ভ্রান্ত নয়নে ব্যথিতা শূন্য-পানে
চেয়েছিনু আমি সহসা-নিঃস্ব জীবনে :
আঁধার-রজনী ঢেকেছিল কবে বন হ'তে বন-গহনে !

অদৃশ্য বায়ু তোমার বেদনাময়
আমার কেশের আঁধারে লুকালো সহসা ;
মনে হ'ল যেন, দিবসের সঞ্চয়
তোমার চোখের আগুনে কাঁপিছে বিবশা ;
তব চরণের ধূলি নেচেছিল আমার অঙ্গ-পরশা !

মোর সঙ্গীত দেয়নিকি সান্ত্বনা
তব অতীতের কত-না-হারানো রোদনে ?

মোর আনন্দ করেনিকি আন্‌মনা
তব সোহাগের সব-ভাঙিবার পীড়নে ?
তুমি কাছে এলে, মৃদু চুম্বনে হারালাম মোরে জীবনে !

তোমার-আমার মিলনে অন্ধ রাতি
শঙ্কা-কাতর থেমেছিল পথে, শিয়রে :
আমার আঁচলে দোঁহার শয়ন পাতি'
ব্যাকুল স্বপন গড়েছিনু প্রতি প্রহরে !
—তুমি চলে' গেলে ;—প্রভাত কখন্ জেগেছে
ঊর্মি-সাগরে !

এখনো এখানে বসে' আছি দিবানিশি,
—কালো কল্লোলে আঁধারের ব্যথা-যাপনা !
আকাশে, বাতাসে, ধরার ধূলায় মিশি'
যা'রা চলে' যায় বহি' আপনার বেদনা,
তা'দের নয়নে ঝুঁকে' পড়ে' শুধু তোরে কাড়িবার
বাসনা !

আজিও ঊর্মি আছাড়িছে তট-ভূমি,
আজিও আলোক তা'দের কাতর নয়নে !
শুধু ডেকে' দেখা,—একি তুমি ?—একি তুমি ?—
কোনোমতে রুধি' আপনার কালো রোদনে !
আঁধারের রাতে কেন বুনেছিনু ক্লান্ত, মলিন স্বপনে !

দৃষ্টি

ওরে অশান্ত, ওরে অশান্ত, ও কে দেখ্ তোর শিয়রে
তা'র কত-না রজনী কেঁদেছে তোমার দিনের প্রহরে-প্রহরে
আহা, এ-হেন মুগ্ধ সময়ে
কূলে-কূলে-ভরা সন্ধ্যার নদী এলো তোর কালো
নিলয়ে ;
আহা, দূর-তীরে মেঘে সবুজ-ধানের হিল্লোল লাগি' শিহরে

তোর তপ্ত শোণিতে দেয়নিকি দোল আকাশের রাঙা প্রলয়ে?
তা'র কালো কেশ-ভার পড়েনিকি তোর বক্ষে, ব্যথিত
হৃদয়ে ?
আহা, তিমিরের তীরে কাতরে
তোর প্রদীপের শঙ্কিত শিখা নিবে'-নিবে' ঐ এলরে !
তোর এত-না দিনের বিজন সাধনা তবে কি বিফল হ'লরে ?

তা'র কালো-কালো কেশ বিদ্যুৎ-সম সোনার আগুনে জ্বলিছে
তোর বিলাপের অশ্রু বৃথাই নদী-কালো-জলে মিশিছে !
আহা, সন্ধ্যা যে ডুবে' যায়রে !
তবু ক্ষণ-কাল তা'র কেশ-জাল তুলি' অপলক চাহ'হারে
তোর ক্লা

ব্যর্থ স্বপ্নী

'সফল স্বপন ফিরে' দিতে' পারি আজ
ব্যর্থ প্রেমের তীরে ?
স্বপ্নী-আমার ফুরায়েছে হেথা কাজ,—
আঁখি দুটী তোলো ধীরে ?'
নিঙাড়ি' হৃদয় ঝরায়ে' চোখের জল
স্বপনের সুন্দরী
কয়েছে আবার, 'কেন তুমি বিহ্বল ?
সাধ্য কি আমি ধরি ?'

শিথিল পীড়নে বক্ষে তাহারে বাঁধি'
—সীমা-হীন বন্ধন !—
ক্ষণেক জগতে চেয়েছে করুণ কাঁদি',
চেয়েছে পরাণ-পণ !
কুয়াশা তখন শীতের বাতাসে মাতি'
তীক্ষ্ণ উঠিছে দুলি';
ম্লান তারা-গুলি কঠিন্ করেছে রাতি
আঁধার-আকাশে ঝুলি'।

জড়িত তাহার সুদূরে চাহিয়া থাকা,-
যেমন দিনের পাখী

শীতের বাতাসে নামায়ে' ক্লান্তপাখা
জীর্ণ কুসুম ঢাকি'
রাতের আঁধারে চেয়ে'-চেয়ে' থাকে বসে'
হারায়ে গানের ধারা :
তাহার ধরণী সমুখে সহসা খসে'
শূন্যে হতেছে হারা।

সহসা চকিত আকাশ আঁকড়ি' ধরি'
—বৃথা খোঁজা আশ্রয় !—
তরুণ স্বপ্নী উঠি'-উঠি' যায় পড়ি' ;
নিবিড় অশ্রু বয়।
প্রিয়ার গলিত, মুগ্ধ, পেলব ভাষা
মর্মের কানে-কানে,
তবুও জড়ায়ে' তাহার বিজন আশা
গহনে--গহনে টানে।

দিবস, রজনী,—বরষ গিয়াছে চলে'
তাহার চোখের পথে
রিক্ত হাওয়ার ভ্রষ্ট স্বপন দলে'
নদী হ'তে পর্বতে।
স্বপ্নের সাথী আজিও ফেরেনি তা'র,
—জমাট্ ব্যথার রাশি !
আকাশে, হৃদয়ে তটিনীর হাহাকার
কঠিন ধরণী গ্রাসি'।

হৃদয়ে তাহার চাহনি ফিরিছে ত্রাসে
প্রলয়-আবেগ-তলে :
শত-শত যুগ অন্তিম উচ্ছ্বাসে
নিবিড় যেতেছে গলে,'—
তুমুল ছায়ার রুদ্র, কঠিন ভাঙা
আদিম-স্বপন-পারে,—
অন্ত-বিহীন বিশ্ব প্রলয়-রাঙা
পূর্ণ-নিমেষ-ধারে।

শঙ্কা-কাতর তরুণ স্বপ্নী, আহা!
বাহিরে ঘুরালো আঁখি ;
ভুলে' যেতে' চায় ব্যর্থ ফিরেছে যাহা,
তাহারে দিয়াছে ফাঁকি।
সন্ধ্যা তখন আঘাত দিয়াছে মেঘে,
বাতাস গিয়াছে নাবি' ;
প্রিয়ার রোদন সহসা উঠেছে জেগে'
স্বপ্নীর হৃদি প্লাবি'।

স্বপ্নী চলেছে,—বনানী ধরণী-তলে
কুসুমে দিয়াছে ছুঁড়ি' ;
আকাশে ওঠার বিহ্বল কলকলে
তটিনী গিয়াছে ঘুরি'।

স্বপ্নী চলেছে,—ধরণী অধীর বেগে
তারকার ক্রন্দনে
ছড়ায়ে' দিয়াছে আকাশের মেঘে-মেঘে
নির্ম্ম স্পন্দনে।

স্বপ্নী চলেচে যেদিকে ঘুরেচে আঁখি,
কোথাও বিরাম নাই ;
যেন নীড়-হারা গহন বনের পাখী
রাতের আকাশে হায় !
স্বপ্নী চলেচে,—নদী হ'তে তরু-তলে,
তরু হ'তে পর্ব্বতে
সন্ধ্যা-প্রভাত কত-না অলখে ঝলে
যেতে'-যেতে' বাঁধা-পথে।

কত-না বরষ মাথার উপরে কাঁদি'
এম্‌নি গিয়াছে চলি'
কত-না ব্যথার নিকরুণ বোঝা বাঁধি
তাহার হৃদয়ে ঝলি'।
সহসা স্বপ্নী দাঁড়ালো সাগর-পারে,
—প্রলয়ের উৎসব !—
যোগ দিল সেও ঊর্মির অভিসারে,—
ভুলে' গেছে আহা, সব !

সোনার হংস

সোনার হংস

বর্ষা-সন্ধ্যা তিমির-গগনে হারা
গিরি-তটিনীর তীরে ;
মেঘের পুঞ্জে, ফেনার দোলায়; সারা
হংস-কাকলি শিহরি' উঠিছে ধীরে :
লুকানো তারার হাওয়ার আগুন-তলে
গিরি-শিখরের বাতায়নে মোর অবসাদ উঠে জ্বলে' !

সোনার হংস, এত-যে রয়েছো কাছে
আমার গিরির মূলে,
যেথা আঁধারের স্বপন লুকানো আছে
বর্ষা-অগাধ, ফেনিল তটিনী-কূলে,—
ঐ-সাগরের অবাধ হাওয়ার রথে
মোর বাতায়নে এসো, এসো আজ তব নির্জন হ'তে।

কি-তব সাধনা সেখানে রয়েচে, কহো,
অন্ধ দিনের পথে !
হেথা দুর্গম শূন্যতা নিঃসহ
আমার হৃদয়ে, নিদারুণ পর্বতে !
বন্দী-আমার নিশি-দিন আছে জাগি'
হে-মোর হংস, তোমার ডানার সোনার প্রসাদ লাগি'।

সোনার হংস, তিমিরে নিবাও সাধ
জলের তিমির-তলে ;
আমার রজনী ক'রোনাকো উন্মাদ
রিক্ত হুতাশে তোমার ধ্যানের ছলে :
আমার রজনী উন্মুখ তব তরে ;
তব উৎসুক ডানার বিলাসে আমার অশ্রু ঝরে !

হে মোর হংস, উদাস ডানায় লাগি'
কত-না প্রলয়-রাত্তি,
কত-না ঝঞ্ঝা-তুফান গিয়াছে ভাঙি'
কত-নিষ্ঠুর মত্ত আবেগে মাতি' :
কত-না মুগ্ধ সাঁঝের রঙের আশা
চকিত নিমেষে ডানার স্বপনে কুড়ায়ে' পেয়েছে ভাষা !

হে-মোর তাপস, তোমার দিনের স্মৃতি
নিবাও নিশার নীরে ;
হে-মোর বন্ধু, আমার রাতের গীতি
তোমার আসার পুলকের তীরে-তীরে ;
হে-মোর স্বপ্নী, আমার বেদনা-গুলি
তোমার ডানায় কাকলির তলে সার্থক হ'বে ছুলি' ।

সোনার হংস, সহসা মেঘের আলো
ঝলকি' উঠিছে এবে ;
কঠিন আঘাতে ভেঙেছে নিবিড় কালো :
আহা সুসময় !—পথ তব চিনে' নেবে !
মোর দুটী বাহু বাতায়ন ছাড়ি' মেঘে :
জানিনা, কি-আসা আসিছো এখন তোমার অগ্নি-বেগে !

কে-তুমি

কে-তুমি আমার পারশে ?
সন্ধ্যা-নিভৃত বীথিকায়
অলস নয়ন দূরে চায়
স্বপন-জড়ানো লালসে,
পূর্ণিমা-চাঁদ উদিছে যেখানে হরষে।

কে-তুমি নবীন অতিথি,
নীরবে ধরেছো দু'টী হাত,
করেছো কোমল আঁখি-পাত ?
—জানিনা তোমার কি-রীতি !
জানিনা, কি-গানে জাগায়ে' তুলিবে কি-স্মৃতি !

তাপস, কি-তব সাধনা ?
অস্ত-তপনে, মনে হয়,
তোমারে দেখেছি চিন্ময়,
তোমার উদার প্রেরণা,
আমার পুলকে তোমার জীবন-যাপনা।

সাধক, সাধনা-একাকী !
আমার জীবন শত-ধারা,—
তোমার বরণে হয়ে' হারা
যুগে-যুগে পাবে সাড়া কি ?
কাছে আছো, তবু ভয়ে-ভয়ে আমি-যে ডাকি !

স্বপনের স্রোত সাঁতারি'
এসেছো কখন্, জানি নাই :
হৃদয়ে কখন্, মানি নাই,
কূলে-কূলে ঢেউ আছাড়ি'
চকিত করেছো সুপ্ত বেদনা বিথারি'

তুমি কি প্রাণের ভিখারী ?
আলোকের মতো গলে' যাই
তোমার চরণ-কিনারায়,
আনন্দ-যত নিঙাড়ি',
তুমুল আবেগে ক্ষণে-ক্ষণে মোরে বিদারি' !

জীবন উঠেছে জ্বলিয়া !
অঙ্গুলি-ফাঁকে আঁধারের
মাঝে বহে ধারা আঁলোকের,—
আমারে নিয়াছে হরিয়া !
কে-তুমি বন্ধু, সহজে লয়েছ জিনিয়া ?

বন্দিনী

এখানে রয়েছো একা !
সোনার হংস সাদরে
আকাশে, ভূতলে, সাগরে,
অদূরে যেতেছে দেখা :
তোমার নূপুরে বাজেনি এখনো তা'দের কাকলি-রেখা ?

তোমার ভাবনা-রাশি
ব্যাকুল প্রয়াস বিফলি'
কালের তুফানে বিকলি'
দেশের পুলিনে ভাসি'
তোমার কাতর, পীড়িত বক্ষ দারুণ যেতেছে ত্রাসি' !

হৃদয়ে বিপুল ব্যথা
কামনার রঙে বিহরি'
অসম শিহরি'-শিহরি'
জানালো যে বিকলতা !
সুন্দরী, আজ কা'র পানে চা'বে বহি' মর্মের কথা ?

হৃদয় কত-কি সহে !
যে-আঘাত আজো লাগেনি,
যে-পুলক আজো মরেনি,
তোমারে সতত দহে :
ভ্রান্ত বিশ্বে যে-আশা ভ্রমিছে, তোমার হৃদয় বহে।

রুদ্ধ তোমার গৃহ !
তোমার কর্ম বাধিছে,
তব সাথে বাদ সাধিছে :
তা'দেরে মুক্তি দিয়ো :
গোধূলি-রঙের শেষ অবকাশ আপনার প্রাণে নিয়ো !

বাতায়নে আছো বসে' :
সমুখে লয়েছো আরশি,
বাঁধিছো চিকুর সরসি' ;
দু'-একটী গেছে খসে' :
দেখনিকি তুমি, সুদূরের মেঘ আঁধারি' মুকুরে পশে !

পড়েছে চপল ছায়া
আঁধিয়া তোমার নয়নে,
ধাঁধিয়া তোমার স্বপনে,
রচিয়া অন্ধ মায়া :
তোমার মাঝারে অন্ধ আবেগ পেয়েছে চরম কায়া !

বাহিরে তারকা-দলে
সোনার পাখায়-পাখায়
জীবন-মরণ বিছাই'
পরস্পরের কোলে
আঁধারের তীরে পরম সোহাগে অধীর যেতেছে গ'লে'!

সুন্দরী, তুমি হেথা
চিরদিন র'বে একাকী
বহি' আপনার ব্যথা কি
মনে-মনে যেথা-সেথা ?
ভুলে' যা'বে শেষে তুমি বিশ্বের,—তোমারে ডেকেছে
কে তা'

বন্দিনী, আমি দ্বারী !
চাবী দাও মোরে নিভৃতে ;
খুলে' দেব দ্বার নিশীথে :
ধরার সীমানা ছাড়ি'
চ'লে' যাবো কোন্ উষার গগনে মোরা দুটী নর-নারী !

নিঃসঙ্গ

ঐ উদাস, অলস পক্ষ বিছায়ে' গেলো কে,
হেথা,— কোথা হ'তে কোন্-খানে ?
মোর ক্লান্ত নয়ন দূরে-দূরে ঘুরে' চেয়ে' থাকে,—
কিবা জানে!
দূর প্রবাসী পাখার ধূসর, মন্দ আলোকে
এই জল-তল তন্দ্রিল
কত বিবশ, কাতর সঞ্চার বহি' অসহায় ক্রন্দিল!
মোর মর্মের কোলে দোলা দিল
কোথা চির-রবি-হীন দূর-কিনারের আশা ;
ক্ষণে বন্দী এ-প্রাণ খোলা ছিল
সেথা,— যেথা উড়ে' যাবে শান্ত পাখার ভাষা।
তবু নাহি জানি, মোর ব্যথাগুলি তা'রে কিবা পরশিল!

হেথা পাশে আছো বসে' আন্‌মনা তুমি, ওগো কে,—
মোর বিস্মৃত দিন-গুলি
ঐ দূর-আকাশের তারকায় গাঁথি' আজি এ-
নিশীথে খুলি' ?
মোর ভোলা-দিবসের তুচ্ছ ব্যথার চমকে
হায়! ভুলে' গেছো তুমি সব :
যেন হাজার তপন অন্ধ করেছে নয়নের উৎসব!

তব চরণ-আঘাতে জল-তল
বৃথা কল্লোলি' কাঁদে আপন তীরের আশে :
মোর বিকল, আতুর আঁখি-জল
বৃথা ব্যাকুলিয়া ঝরে তোমার প্রাণের পাশে :
নাহি জানি মোর ব্যথা-গুলি, তব ফুটালো কি ফুল-দল।

হায়! তোরা আন্‌মনা, আমি চিরদিন অলখে,—
নাই মোর তরে অবকাশ!
মোর মন্থর-গতি শূন্য প্রহর থাক্ তবে বারো মাস!
তবু তোমাদের ধীর, জানা-নাহি-যায় পুলকে
যবে সরোবর উঠি কাঁদে,
মোর স্বপ্ন-বিহীন নিঃস্ব জীবন বুকে-বুকে তা'রে বাঁধে!
মোর চিরকাল বৃথা-কম্পন,
যেন, বায়ু-হিল্লোলে তরু-শিখরের শাখা!
মোর চিরকাল বৃথা-ক্রন্দন :
মোর স্বপনের তীর ঘুমের আঁধারে ঢাকা।
আজ তাই জানি, মোর তরে শুধু বুক-চাপা নির্জন!

ছায়া-সরোবর

মোর সরোবর যুগে-যুগে বুকে আঁকড়ি' ছায়া
আলস-ক্লান্ত চাহিয়া রয়েছে দিবস-নিশি !
দূর-তট-বনে গর্জন-গুরু, নিবিড়-কায়া
মেঘেরা বিফল কবে ফিরে' গেছে আঁধারে মিশি'
কোনো সঞ্চার আনেনি সাঁঝের ভাষা
মর্মের মাঝে বিদারি' বিপুল আশা :
উষার আলোকে তোলেনি উতলা ঢেউ :
বন-মর্মরে পশেনি কখনো কেউ !
শুধু দিন-রাত ছায়া-ছবি বুকে আলসে-হারা,
কল্লোল-হীন স্বপ্নের ধ্যানে বিকল, হায় !
ওড়ার আবেগে গগনের পথে চলিলে' তা'রা
মোর-সরোবর চলে-যে-ছায়ায়, কাতর চায় !

আজিকে আবার সরোবর-পারে রুদ্র-কায়া
বর্ষার মেঘ বিষাণে তুলেছে তীব্র সাড়া :
তোমার প্রলয়-ডানার আঘাতে রাখো সে-মায়া,
দিয়োনা নিশায় চকিতে উধাও হইতে হারা।
সোনার হংস, বর্ষা-মেঘের ধারে
তব আনন্দ দুর্বার সঞ্চারে

খুলি' দিবে দ্বার অকাতর বর্ষণে :
হিল্লোল মোর জাগিবে অসাড় মনে ;
কূলে-কূলে জল উথলি' উঠিবে অমিত বেগে
গহন বনের অন্তর ভেদি' চপল গানে :
ছন্দ ও ছবি একাকার হয়ে' মাতিবে জেগে'
প্রলয়-সাঁঝের কূল-হারা আশা-নিরাশা-পানে।

সোনার হংস, প্রলয়-রাতের অতিথি তুমি,
সৃষ্টি-প্রভাতে শান্ত আলোকে যেয়ো না চলি' :
মোর সরোবর চিরদিন র'বে পঙ্ক চুমি'
সঙ্গীতে তব সঞ্চারে মৃদু নিভৃতে গলি' !
মোর-সরোবর অতল-আলিঙ্গনে
দোলা দিবে তোঁরে অনন্ত 'নর্জনে ;
তোমার স্বপ্ন নিবিড় পড়িবে ঝরি'
সোনার কিরণে নৃত্য-চটুল করি'।
সোনার হংস, দূরে যেতে' তব কেন এ-সাধ ?
তোমার-আমার জীবন সফলি' উঠিবে নাকি ?
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার বিজন আশীর্বাদ
জীবনে আমার ফলুক্ ছায়ারে সুদূরে রাখি'।

কুলায়

প্রলয়-রাতের প্রাঙ্গণে তোর কুলায় :
সেথা আয়রে পাখী, আয়রে, তুই আয় !
আপ্‌নাকে তোর ভুলে'-যাওয়ার পালা :
স্বপ্ন আগুন-জ্বালা !
আয়রে, ডানায় ভাঙ্‌রে বন-ছায়ায় !

ফুল যে ফুটে' ডাকে ব্যাকুল ফাগুনে,—
ফাগুন এসে' চলে সেথায় না-শুনে'
হাজার ফুলের হাজার পাপ্‌ড়ি-নাড়া,
ব্যস্ত, বিকল সাড়া,
আপ্‌নাকে তা'র লুটিয়ে' দিতে' ডানায় !

রাতের পারে নবদিনের রচনায়
যে-মেঘ চলে সাঁঝের রাঙা বেদনায়,
তুফান-ভাঙা নদীর আশা-গুলি
অবহেলায় ভুলি',
আসে দ্রুত তোমার লাগি' হাওয়ায় !

বর্ণে, গানে, গন্ধে গাঁথা কুলায়'
সব-অবসান স্বপ্ন চোখে ঢুলায় :
যে-আসে সেই ফসল জ্বালায় তা'র
রুধি' কালের দ্বার :
আয়রে ত্বরা টুটি' ধরার মায়ায় !

ব্যর্থ

সুন্দরী বন্দিনী,
দুর্গ-দুয়ারে ছড়ায়ে' আঁচল
বসে'-বসে' তুমি হ'লে চঞ্চল :
চির-পরিচিত আঁধারের পথে বাজে তব শিঞ্জিনী :
ত্বরিতে, তরাসে, অভিমানে, নিরাশায়
হায় ! আজো বৃথা বেলা যায় !

সাঁঝের আলোক কাঁপে
সোনার মুকুরে, যেথা দিনমান
দেখেছো আপন মুখ-খানি ম্লান,
দেখেছো তোমার কালো কেশ-ভার সহসা নয়ন ঝাঁপে !
আপনারে দেখা,—হ'বে নাকি কভু শেষ ?
হেরো, সন্ধ্যা ঘনালো বেশ !

শঙ্কিত ক্রন্দন
তোমার অধরে দ্রুত সন্তরি'
ডুবে' যায়, যেন ভরা-পালে তরী
অস্ত-আলোকে রাঙা দিগন্তে অসহায় নির্জন !
নিশীথের তারা সাঁঝের আলোক-পারে,

শোনোনিকি তা'র রথ ?
রথ-শিখরের বাজে কিঙ্কিনী,
অসি-ঝঙ্কারে মিশায় কাহিনী :
বাতাসে ঘনায়ে' ভেসে' আসে ধ্বনি ভাঙি' পথ-পর্বত !
সুদূরে, আকাশে দেখনিকি তা'র ধ্বজা ?
ক্রমে ভার হ'ল তব বোঝা !

পাষাণ-প্রাকার-নীচে
পথ-'পরে জমে' আছে যত ধূলি,
—বর্ষণ, হাওয়া গেছে,—গেছে ভুলি' !—
শুধু দিন-রাত চেয়ে'-চেয়ে' আছে দূরের চাকার পিছে !
সোনার মুকুরে আপন আঁখির তলে
হায় ! আপনার ছায়া জ্বলে !

রথ তা'র আসে বেগে !
এত কাছে তব রয়েছে দুয়ার !
ধূলায়, আঁধারে হ'ল একাকার !
সহসা কুয়াশা-নিবিড় তিমির বরণ মুছিল মেঘে !
নিমেষে সে-রথ আকাশের কিনারায় :
তবু তুলিলেনা মুখ হায় !

বন্দিনী, হায়! হায়!

সোনার মুকুর, আড়াল ধূলার
বৃথা করে' দিল জীবন দোঁহার!
দিবস, রজনী বাঁধা-পথে এসে' বারবার ফিরে' যায়!
জানিনা কখন্, কত-না যুগের শেষে
তোমার রজনী দিবসে তাহার মেশে!

সন্ধ্যার দেশে

যেতে'-যেতে তুমি কেন
বনের আড়ালে সন্ধ্যা-গগনে হেন
দাঁড়ালে শ্রান্ত,—কাতর আঁখির জলে ?
হাজার চাহনি তোমার আঁখির তলে
জ্বলেনিকি কভু নিবিড় ধ্যানের মাঝে
সব-অবসানে নিঃশেষে নিতে' প্রাণের নগ্ন সাজে ?

হাঁসেরা গিয়াছে চলে' :
বনের কুসুম ঝরেছে মাটীর কোলে !
হাজার যুগের দুঃখ-সুখের গানে
তোমার আঁচলে শঙ্কিত পাখা হানে !
তুমি অসহায়, ফিরিবারে চাও পিছে ?
কঠিন আঁধার প্রতি রজনীর তারায় সমর্পিছে !

সহসা উদাস তুমি ?
ডাকেনিকি তোরে সমুখের বন-ভূমি ?
তোমার চরণে কম্পিত শাখা-দল
দেয়নিকি ঢেলে' চঞ্চল ফুল-ফল ?
সারা বনানীর উন্মাদ ব্যাকুলতা
উন্মুখ হয়ে' তব সঙ্গীতে কয়নিকি কোনো কথা ?

সহসা উতলা হাওয়া
আঁধারিল তব সমুখের পথ-চাওয়া !
বন হ'তে বনে সঞ্চরি' দ্রুততায়
কুসুমে, অলকে তোমার নয়ন ছায় !
অস্ত-রবির পার হ'তে ব্যথা জাগে,
মর্মরে, রঙে তোমার হৃদয়ে ব্যস্ত শরণ মাগে !

নির্জন গৃহ মোর :
চিরকাল সেথা আঁধার প্রলয়-ঘোর :
তব মূর্তির, ভীষণ অগাধে তা'র,
পলাতকা স্মৃতি কাঁদিছে বারম্বার :
তোমার নূপুর মুখর প্রসাদ ঢালি'
সহসা নীরব হয়েছে, আমার স্বপনে করেছে খালি !

বিরহিনী, কোথা ঠাঁই ?
কবে,—একদিন তোমার পরশ-ছায়
আমার এ-গৃহ হয়েছিল সার্থক
কুসুমে, আগুনে,—ভুলিয়া দুঃখ-শোক !
আজি রজনীর তিমিরের আঙিনায়
পশ্চাতে তব রহিয়াছে পড়ে' ভাষা-হীন নিরালায় !

ছুঁড়ে' দাও ব্যথা-ভার,
ভুলে' যাও মোর মর্মের হাহাকার !

সন্ধ্যার দেশে প্রলয়ের বাঁশী জাগে :
তোমার নূতন প্রভাতের তীরে লাগে
সঞ্চার-তা'র পাখার গানের সাথে :
সুখ-দুঃখের স্মৃতি মুছে' ফেলো আসন্ন এই-রাতে।

সার্থকতা

ঝড়-বরষার উন্মাদ খেলা-শেষে
ভ্রষ্ট কুসুম যেখানে ধুলায় মেশে
নিবিড় মেঘের আঁধারে,
সোনার স্বপনে সহসা-চপল শাখা
ফুটালো কুসুমে প্রভাত-বহ্নি-আঁকা :
তোমার গন্ধ শিথিল হাওয়ায় ভেসে'
জাগালো আবার তাহারে !

তোমার আঁচল উষার আশার মতো
চমকিল তা'র হৃদয়ে প্রণয়ে-নত,
ভুলালো সকল ভাবনা :
প্রতিদিন তার শাখার কাঁদন-পারে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা নিভৃতে কয়েছে তা'রে
'ক্রন্দন তব মোর লাগি' বুঝি যত :
শেষ হ'ক্ তবে সাধনা।'

তবু বারবার ফিরায়ে' দিয়েছে তা'রে
জীর্ণ কুসুম ঝরায়ে' পথের ধারে.

নিত্য-নূতন জনমে
তোমার উদার করুণা-প্রসাদ লভি'
তা'র প্রত্যহ জীবন, মরণ,—সবি
অর্পিছে মৃদু টলোমলো সঞ্চারে,
তোমার চরণে প্রণমে!

শত জীবনের প্রস্ফুট শত-দল
লও, তুলে' লও, বুকে ধরো অচপল,
যেয়োনা উদাস আলসে :
তা'র সুখ-দুখ সার্থক হ'ক্ আজি
চরণে-চরণে করুণ, কোমল বাজি',
---কর-পল্লব ভুলে' যদি করে ছল,---
তোমার পরম পরশে!

যাওয়া-আসা

বর্ষা যখন নেমে' আসে
এই-পথ-প্রান্তের
আমাদের কুটীরের
আধ-খোলা দুয়ারের পাশে,—
বিদ্যুৎ ভেঙে যায়,
তোমাদের পাখা ছায়
অম্বরে সঞ্চারি' ত্রাসে !

দুর্যোগে জাগে কত কাহিনী !
পথ-ঘাট একাকার
ভেসে' যায়, নাহি পার,
উড়ে যায় তোমাদের বাহিনী !

তন্দ্রা-কাতর রাত্রি জাগে।
উন্মাদ, অস্থির
টলোমলো ধরণীর
তীরে, মেঘে ঢেউ এসে' লাগে :
সহসা কেতকী, নীপ
জ্বেলে' দেয় ফুল-দীপ
ধূসর উষার পুরোভাগে।

ফাল্গুন যবে শেষ থামে
এই-পথ-প্রান্তের
আমাদের কুটীরের
খুলে'-যাওয়া দুয়ারের বামে,—
সঙ্গীত মেঘে লীন
ক্লান্ত মলিন ক্ষীণ
তোমাদের পাখা ধীরে নামে।

আমরা তোদের শেষ-কাহিনী!
ক্রন্দনে নিরালায়
ধূলার আড়ালে, হায়!
ওড়ে ফের তোমাদের বাহিনা!

রুক্ষ দিবস ছিল চাহি'
কঠিন নয়ন-জলে
ধরণীর হৃদি-তলে,
তিমির-রজনী কবে বাহি'।
ধরণীর অঞ্চল
ভরে ঝরা ফুল-ফল
আঁধারে স্বপন আর নাহি!

অবসান

শ্রান্ত আজ স্বপ্নের স্পন্দনে,
হৃদয়ের ব্যর্থতার অন্তহীন বিদ্রোহী ক্রন্দনে !
স্বপ্নের শঙ্কিত লোক ডুবে' যায় চক্ষের পলকে
রক্ত দিগন্তের তলে : সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে
দু'টী পূর্ণ স্বর্ণ শস্য-কণা, যা পেয়েছি এতদিনে,
ধরে' আছি কম্প্র হাতে, জীবনেরে শেষ প্রসারিয়া,
বিস্তারিয়া মত্ত আশা চারিধারে,—আকাশে, বিপিনে
নির্ঝরের বক্ষ বিদারিয়া।

উড়ে' গেছে সন্ধ্যার বলাকা ;
ঝরে' গেছে গোধূলির মেঘ ; বিবর্ণ হয়েছে শাখা ;
অরণ্যের, সমুদ্রের কোলে ঘনায়েছে ছায়া-স্তর ;
বিশ্বের ক্রন্দন ক্ষুব্ধ নেমে গেছে কম্পিত, মন্থর :
সিন্ধুর বিজয়-শঙ্খ ফুকারিলে কেন অকস্মাৎ,
অসময়ে,—তরঙ্গে তরঙ্গ তুলি' চেতায়ে' আকাশে,
বর্ণ-হীন, গন্ধ-হীন তটে হানি' প্রচণ্ড আঘাত
তন্দ্রা ভাঙি' সঞ্চারিয়া ত্রাসে ?

জ্বলে নাই প্রদীপ আমার :
শ্রান্তদেহে, ত্রস্ত মনে জীবন-মৃত্যুর হাহাকার
কত-বার-পরিচয়ে ; অশান্ত, উন্মাদ চক্ষে জ্বলে
নির্জন-প্রাঙ্গণে শুয়ে' প্রজ্বলন্ত দূর নভস্তলে

এত-ক্ষণ-চাহিবার সকরুণ, ভীষণ উদার,—
আবর্তিয়া, উন্মথিয়া নিরালার তুচ্ছ দুঃখ-সুখে :
হে প্রশান্ত, জীবনের দ্বার-দেশে অগাধ, অপার
তোলো কেন প্রলয়-কৌতুকে ?

জন্মে-জন্মে তব প্রতীক্ষায়
ছিনু বসে' পথ-পার্শ্বে, গিরি-শৃঙ্গে, অরণ্যের ছায়,
তরঙ্গের আলিঙ্গনে, গ্রহে-গ্রহে, সন্ধ্যার বরণে,
পুঞ্জীভূত বরষায় সঙ্কুচিত মেঘের মরণে
বিরহীর মুক্ত বাতায়নে, শ্যাম, তপ্ত মৃত্তিকায়,
তরুদল মুঞ্জরিছে যেথা অসম স্পন্দনে মাতি',
বায়ুর হিল্লোল-অঙ্কে, স্বপনের কোমল ধারায়
কামনার স্বর্ণাঞ্চল পাতি'।

আজিকে নামুক অবসান,
হে বিদেশী ! থেমে' যাক্ জীবনের-মরণের গান :
নির্বিকার শান্তি তব, আমার অশান্ত ব্যথা-সাথে
লভুক নির্বাণ চির : দিনে-রাতে, সন্ধ্যায়-প্রভাতে
যে-অগ্নি রেখেছি আহরিয়া, জ্বালুক অনন্ত চিতা
দোঁহাকার এক-সাথে : মৃত্যুনাশা, অমর অতিথি,
ধ্যান-মগ্ন বিশ্ব এবে পার্শ্বে বসি' উচ্চারিছে গীতা :
ভস্মে উড়ে' যায়, যাক স্মৃতি !